মাকাবীয় বংশচরিত

দ্বিতীয় পুস্তক

খ্রীঃ পূঃ ১২৪ সালের পত্র

১ ‘যেরুসালেমে ও যুদেয়ায় নিবাসী ইহুদীরা, মিশরে নিবাসী তাঁদের ইহুদী ভাইদের সমীপে: মঙ্গল
ও শান্তি!

২ ঈশ্বর আপনাদের মঙ্গল করুন; তাঁর বিশ্বস্ত দাস আব্রাহাম, ইসায়াক ও যাকোবের সঙ্গে তাঁর
সন্ধির কথা স্মরণ করুন; ৩ আপনাদের সকলকে এমন সদিচ্ছা মঞ্জুর করুন, যেন আপনারা তাঁকে
আরাধনা করেন এবং তৎপর হৃদয় ও সদিচ্ছাপূর্ণ মন দিয়ে তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করেন; ৪ তাঁর বিধান ও
তাঁর আজ্ঞাগুলি গ্রহণের জন্য আপনাদের মন উদার করুন; আপনাদের শান্তি দান করুন; ৫
আপনাদের প্রার্থনা শুনুন, আপনাদের প্রতি প্রসন্ন হোন, এবং প্রতিকূলতার সময়ে আপনাদের ত্যাগ
না করুন। ৬ আপনাদের জন্য এ-ই আমাদের প্রার্থনা।

৭ একশ’ ঊনসত্তর সালে, দেমেত্রিওসের রাজত্বকালে, আমরা ইহুদী আপনাদের কাছে একথা
লিখে পাঠিয়েছিলাম: “যে সময় থেকে যাসোন ও তার দলের লোকেরা মন্দির-তোরণদ্বার পুড়িয়ে ও
নির্দোষীর রক্ত ঝরিয়ে পবিত্র ভূমি ও রাজ্যের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, ৮ হ্যাঁ, এই সমস্ত বছর
ধরে যে অমঙ্গল ও সঙ্কট আমাদের উপর নেমে পড়েছে, সেই অমঙ্গল ও সঙ্কটের মাঝে আমরা
প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলাম আর সাড়া পেলাম। পরে আমরা সেরা ময়দার অর্ঘ্য সহ বলি উৎসর্গ
করলাম, প্রদীপগুলি জ্বালালাম ও রুটি সাজালাম।” ৯ এখন আমরা আপনাদের অনুরোধ করছি, যেন
আপনারাও, একশ’ অষ্টাশি সালে, কিস্লেভ মাসে পর্ণকুটির-পর্ব উদ্‌যাপন করেন।’

খ্রীঃ পূঃ ১৬৪ সালের পত্র

১০ ‘যেরুসালেমে ও যুদেয়ায় নিবাসী ইহুদীরা, এবং প্রবীণসভা ও যুদা, তলেমি রাজার অভিভাবক
ও অভিষেকপ্রাপ্ত যাজকবংশীয় মানুষ যে আরিস্তবুলস, তাঁরই সমীপে, এবং মিশরে নিবাসী
ইহুদীদের সমীপে: মঙ্গল ও সমৃদ্ধি! ১১ মহাবিপদ থেকে ঈশ্বর দ্বারা পরিত্রাণ পেয়েছি ব’লে আমরা
তাঁকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই—তিনিই রাজার বিরুদ্ধে আমাদের পক্ষ সমর্থন করলেন! ১২ বস্তুত
পবিত্র নগরীর বিরুদ্ধে যে সৈন্যশ্রেণী বিন্যস্ত ছিল, তিনি নিজেই তাদের তাড়িয়ে দিলেন। ১৩ কেননা
তাদের নেতা তাঁর সৈন্যসামন্ত সঙ্গে ক’রে—এমন সৈন্যসামন্ত যা অপরাজেয় বলে পরিগণিত
ছিল!—যখন পারস্যে গেলেন, তখন নানেয়া-দেবীর পুরোহিতদের আঁটা ষড়যন্ত্র দ্বারা তাঁকে
নানেয়া-দেবীর মন্দিরে বধ করা হল। ১৪ নানেয়ার সঙ্গে তিনি বিবাহ করবেন, তেমন সূত্র ধরে
আন্তিওখস ও তাঁর বন্ধুরা যৌতুক হিসাবে সেই অসীম ধন কেড়ে নেবার জন্যই সেখানে
গিয়েছিলেন। ১৫ নানেয়া-দেবীর পুরোহিতেরা তাঁকে সেই ধন দেখাবার পর তিনি ও অল্পজন লোক
পবিত্র ঘেরায় প্রবেশ করেছিলেন, কিন্তু আন্তিওখস সেখানে প্রবেশ করামাত্র সেই পুরোহিতেরা তাঁকে
ভিতরে আটকিয়ে ১৬ ছাদের গুপ্ত একটা দরজা খুলে দিল ও বিদ্যুৎ-ঝলকের মত পাথর ছুড়ে ছুড়ে
সেই সেনানায়ককে মেরে ফেলল। পরে তাঁকে টুকরো টুকরো ক’রে, যারা বাইরে অপেক্ষা করছিল,
তাদের কাছে তাঁর মাথা ফেলে দিল। ১৭ দুর্জনদের যিনি মৃত্যুর হাতে তুলে দিলেন, আমাদের সেই
ঈশ্বর সমস্ত বিষয়েই ধন্য হোন!

১৮ যেহেতু আমরা কিস্লেভ মাসের পঞ্চবিংশ দিনে মন্দির-শুচীকরণ দিবস উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছি,
সেজন্য আপনাদের কাছে এবিষয়ে কিছু ব্যাখ্যা নিবেদন করা উচিত মনে করলাম, যেন আপনারাও
পর্ণকুটির-পর্ব ও সেই আগুন-পর্ব উদ্‌যাপন করতে পারেন, যে আগুন তখনই দেখা দিয়েছিল যখন

নেহেমিয়া মন্দির ও যজ্ঞবেদির পুনর্নির্মাণের পরে বলি উৎসর্গ করেছিলেন। ১৯ কেননা আমাদের
পিতৃপুরুষেরা যখন পারস্যে বন্দি অবস্থায় উপনীত হয়েছিলেন, তখন সেকালের ভক্ত যাজকেরা বেদি
থেকে আগুন তুলে নিয়ে শুকনা কুয়োর মত এক গর্তের মধ্যে গোপনেই লুকিয়ে রেখেছিলেন; আর
তাঁরা তা এমন ভাবে লুকিয়ে রেখেছিলেন যে, জায়গাটা কারও কাছে জানা ছিল না। ২০ বেশ কয়েক
বছর পরে, ঈশ্বরের নিরূপিত সময়ে, নেহেমিয়া পারস্য-রাজ দ্বারা বিশেষ কাজে প্রেরিত হয়ে, যে
যাজকেরা আগুন লুকিয়ে রেখেছিলেন, আগুনের সন্ধানে তাঁদের বংশধরদের পাঠালেন; আর যখন
তারা একথা জানাল যে, আগুন নয়, ঘন তরল পদার্থই পেয়েছে, তখন তিনি তার কিছুটা তুলে
আনতে হুকুম দিলেন। ২১ পরে যজ্ঞ সংক্রান্ত অর্ঘ্য আনা হলে নেহেমিয়া আজ্ঞা দিলেন, কাঠ ও
কাঠের উপরে যা সাজানো ছিল, সবকিছুর উপরে যেন সেই তরল পদার্থ ছিটিয়ে দেওয়া হয়। ২২
তারা সেইমত করল, আর কিছুক্ষণ পরে সূর্য—যা এতক্ষণে মেঘে আচ্ছন্ন ছিল—দীপ্তিময় হতে
লাগল, এবং সকলের বিস্ময়ের মধ্যে বিরাট এক দাহ জ্বলে উঠল। ২৩ বলিগুলি পুড়ে যেতে যেতে
যাজকেরা প্রার্থনা নিবেদন করল: সকল যাজক ও যোনাথান প্রার্থনা শুরু করে দিতেন, আর বাকি
সকলে ও নেহেমিয়া এককণ্ঠে প্রার্থনাটি চালিয়ে যেতেন। ২৪ প্রার্থনার বাণী এরূপ: "প্রভু, প্রভু
পরমেশ্বর, তুমি যে বিশ্বস্রষ্টা, ভয়ঙ্কর ও পরাক্রমী, ন্যায়বান ও দয়াময়, একমাত্র রাজা ও উপকর্তা,
২৫ তুমি যে একমাত্র দানশীল, একমাত্র ন্যায়বান, সর্বশক্তিমান ও সনাতন, সমস্ত অমঙ্গল থেকে
ইস্রায়েলের উদ্ধারকর্তা, তুমি যে আমাদের পিতৃপুরুষদের মনোনয়ন ও পবিত্রীকরণের পাত্র করেছ,
২৬ তোমার আপন জনগণ ইস্রায়েলের পক্ষে উৎসর্গীকৃত এই বলি গ্রহণ কর, তোমার উত্তরাধিকার
রক্ষা কর ও পবিত্রীকৃত কর। ২৭ আমাদের মধ্য থেকে বিক্ষিপ্ত যারা, তাদের সংগ্রহ কর;
বিজাতীয়দের হাতে ক্রীতদাস যারা, তাদের মুক্ত কর; উপেক্ষা ও ঘৃণার বস্তু যারা, তাদের দিকে মুখ
তুলে চাও; এবং বিজাতীয়েরা জানুক যে, তুমি আমাদের ঈশ্বর। ২৮ যারা আমাদের অত্যাচার করে
ও উদ্ধত ভাবে আমাদের টিটকারি দেয়, তাদের শাস্তি দাও। ২৯ তোমার আপন জনগণকে তোমার
পবিত্র স্থানে রোপিত হতে মঞ্জুর কর—যেমনটি মোশীকে বলেছিলে।

৩০ পরে যাজকেরা বীণার ঝঙ্কারে স্তুতিগান গেয়ে উঠল; ৩১ আর বলিগুলো পোড়া হওয়ার পর
নেহেমিয়া আজ্ঞা দিলেন, যেন সেই তরল পদার্থের বাকি অংশ বড় বড় পাথরের উপরে ঢালা হয়।
৩২ তা করা হলে পর একটা অগ্নিশিখা জ্বলে উঠল, কিন্তু এই অগ্নিশিখা বেদির উপর থেকে জ্বলে ওঠা
তার অনুরূপ দীপ্তিময় তেজের মধ্যে একীভূত হল। ৩৩ যখন ঘটনাটার কথা ব্যাপ্ত হল এবং
পারস্য-রাজ জানতে পারলেন যে, নির্বাসিত যাজকেরা যেখানে আগুন লুকিয়ে রেখেছিলেন, সেই
স্থানে এখন তরল পদার্থ দেখা দিল, এবং নেহেমিয়া ও তাঁর লোকেরা তা দ্বারা যজ্ঞের অর্ঘ্যগুলি
বিশুদ্ধ করলেন, ৩৪ তখন রাজা, ঘটনা যে সত্য, তার প্রমাণ পেলে তাঁর আদেশে স্থানটি ঘিরে রাখা
হল, আর তিনি তা পবিত্র স্থান বলে ঘোষণা করলেন। ৩৫ উপরন্তু রাজা এ থেকে যে প্রচুর রাজকর
পেলেন, যারা ছিল তাঁর অনুগ্রহের পাত্র, তাদের কাছে তার একটা অংশ মঞ্জুর করলেন। ৩৬
নেহেমিয়া ও তাঁর লোকেরা স্থানটির নাম নেফতার রাখলেন, যার অর্থ হল শুচীকরণ; যাই হোক,
অধিকাংশ লোকে তা নেফতাই বলে ডাকে।

২ ইতিহাস-পত্রে একথা পাওয়া যায় যে: যেরেমিয়া নবী নির্বাসিত লোকদের সেই আগুন নিতে
আজ্ঞা দিলেন—যেমনটি আমরা বর্ণনা করেছি—২ এবং তাদের কাছে বিধান দেওয়ার পর নবী
নির্বাসিতদের সাবধান বাণী দিয়ে বললেন, যেন প্রভুর আজ্ঞাগুলি ভুলে না যায়, এবং সোনা-রুপোর
দেবমূর্তি ও তাদের চারদিকের ঘটা দে'খে যেন নিজেদের চিন্তা-ভাবনাকে ভ্রষ্ট হতে না দেয়, ৩ এবং
সেই ধরনের অন্যান্য বাণীর মধ্য দিয়ে তিনি তাদের সনির্বন্ধ আবেদন জানালেন যেন নিজেদের
হৃদয়ে তারা বিধান ত্যাগ না করে। ৪ সেই লেখায় এই কথাও ছিল যে, দৈবোক্তি দ্বারা সতর্কবাণী

পেয়ে নবী এমন আদেশ দিলেন, যেন তাঁবু ও মঞ্জুষাও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলে; সেসময়ে তিনি সেই
পর্বতে এসে পৌঁছেছিলেন যার উপরে মোশী আরোহণ করে ঈশ্বরের উত্তরাধিকার পরিদর্শন
করেছিলেন; ৫ সেই পর্বতচূড়ায় এসে যেরেমিয়া একটা গুহা-আবাস পেয়ে তার মধ্যে তাঁবু ও
ধূপবেদি ঢুকিয়ে গুহার মুখ পাথর দিয়ে বন্ধ করলেন। ৬ তাঁর সঙ্গীদের কয়েকজন পরবর্তীকালে পথ
চিহ্নিত করার জন্য ফিরে গেল, কিন্তু জায়গাটা আর খুঁজে পেল না। ৭ তা শুনে যেরেমিয়া তাদের
ভর্ৎসনা করে বললেন, "জায়গাটা গোপন থাকা চাই, যতদিন না ঈশ্বর তাঁর আপন জনগণকে
আবার একত্র করে নিজের প্রসন্নতা দেখান। ৮ সেসময় প্রভু এই সমস্ত কিছু প্রকাশ করবেন এবং
প্রভুর গৌরব দৃষ্টিগোচর হবে, মেঘটি দৃষ্টিগোচর হবে, যেমন মোশীর উপরে তা দেখা দিয়েছিল
এবং সেই সময়েও যেমন দেখা দিয়েছিল যখন সলোমন যাচনা করলেন যেন স্থানটি গৌরবময় ভাবে
পবিত্রিত হয়।" ৯ এই কথাও লেখা ছিল যে, নিজের প্রজ্ঞায় সলোমন মন্দির-প্রতিষ্ঠা ও তার সমাপ্তির
জন্য বলি উৎসর্গ করলেন। ১০ আর যেমন মোশী প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলে বলিগুলো পুড়িয়ে দিতে
আকাশ থেকে আগুন নেমে এসেছিল, তেমনি সলোমনও প্রার্থনা করলেন, আর আকাশ থেকে নেমে
আসা আগুন আহুতিবলিগুলো পুড়িয়ে দিল। ১১ মোশী বলেছিলেন, "যেহেতু পাপার্থে বলি খাওয়া
হয়নি, সেজন্যই তা পুড়িয়ে দেওয়া হল।" ১২ সেইভাবে সলোমনও আট দিনের পর্ব উদ্‌যাপন
করলেন।

১৩ উপরন্তু, এই সকল লেখায় ও নেহেমিয়ার স্মরণাবলিতে লেখা ছিল যে, তিনি পুস্তকাগার স্থাপন
করে রাজাদের ও নবীদের, দাউদের লেখাগুলো ও অর্ঘ্য সম্বন্ধীয় রাজাদের পত্রাবলি সংক্রান্ত
পুস্তকগুলি সংগ্রহ করলেন। ১৪ যুদাও সেই সমস্ত পুস্তক আবার সংগ্রহ করলেন, যা প্রাক্তন যুদ্ধের
সময়ে ছড়িয়ে পড়েছিল; সেগুলো এখনও আমাদের কাছে আছে। ১৫ আপনাদের প্রয়োজন হলে
নিজেদের কাছে আনবার জন্য লোক পাঠান।

১৬ যেহেতু আমরা শুচীকরণ-অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছি, সেজন্য এখন আপনাদের কাছে
একথা লিখেছি; তবে একই দিনগুলিতে তা উদ্‌যাপন করা আপনাদের পক্ষে বাঞ্ছনীয় মনে করি। ১৭
ঈশ্বর, যিনি তাঁর গোটা জনগণের পরিত্রাণ সাধন করে আমাদের সকলকে উত্তরাধিকার, রাজত্ব,
যাজকত্ব ও পবিত্রীকরণ আরোপ করলেন—১৮ যেমনটি বিধানের মধ্য দিয়ে প্রতিশ্রুতি
দিয়েছিলেন—যেহেতু আমাদের আশা তাঁরই উপরে স্থাপিত, সেজন্য তিনি নিশ্চয় আমাদের প্রতি
শীঘ্রই দয়া দেখাবেন এবং আকাশের নিচে থাকা যত অঞ্চল থেকে আমাদের শীঘ্রই পবিত্র স্থানে
একত্রে সম্মিলিত করবেন; কেননা তিনি মহা অমঙ্গল থেকে আমাদের মুক্তি দিলেন এবং পবিত্র স্থান
শোধন করলেন।'

রচয়িতার মুখবন্ধ

১৯ মাকাবীয় যুদা ও তাঁর ভাইদের সংক্রান্ত ইতিহাস, মহামন্দির-শুচীকরণ ও বেদি-প্রতিষ্ঠা, ২০
আর সেইসঙ্গে এপিফানেস আন্তিওখসের বিরুদ্ধে ও তাঁর সন্তান এউপাতোরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-সংগ্রাম,
২১ এমনকি, সেই নানা স্বর্গীয় দর্শন যা তাদেরই অন্তরে সাহস যুগিয়েছিল যারা ইহুদী-আদর্শের পক্ষে
সংগ্রাম করেছিলেন, যার ফলে অল্পজন হয়েও তাঁরা গোটা অঞ্চল দখল করলেন ও বর্বরদের
লোকারণ্যকে তাড়িয়ে দিলেন, ২২ বিশ্বজগতে বিখ্যাত পবিত্রধাম পুনরায় জয় করে নিলেন, শহরগুলি
মুক্ত করলেন, এবং যে বিধিনিয়ম প্রায়ই বাতিল করা হয়েছিল সেগুলিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন,
যেহেতু প্রভু সমস্ত সহায়তায় তাঁদের প্রতি প্রসন্নতা দেখিয়েছিলেন—২৩ এই সমস্ত বিষয়, যা
সাইরিনি-নিবাসী যাসোন পাঁচ পুস্তকে বর্ণনা করলেন, তা আমরা একটামাত্র লেখায় একীভূত করতে
চেষ্টা করব। ২৪ কেননা এত বহু বহু সংখ্যা দেখে এবং ঐতিহাসিক বর্ণনার মধ্যে প্রবেশ করতে

ইচ্ছুক মানুষের পক্ষে বাস্তব কঠিনতা জেনে—আর বিষয়টি সত্যিই অধিক বিস্তৃত!—[২৫] আমরা এতেই সচেষ্ট হয়েছি, যেন যাঁরা এমনি পাঠ করতে ভালবাসেন তাঁদের কাছে চিত্তবিনোদন, যাঁরা মুখস্থ করতে পছন্দ করেন তাঁদের কাছে সুযোগ-সুবিধা, এবং অন্যান্য সকল পাঠকের কাছে উপকারিতা নিবেদন করতে পারি। [২৬] আমাদের পক্ষে, যারা এই সমস্ত বিষয় সংক্ষিপ্ত করার শ্রমজনক ভার নিয়েছি, কাজ সহজ হয়নি, বরং তার জন্য ঘাম ও নিশিজাগরণ প্রয়োজন হল, [২৭] ঠিক তেমন একজন লোকের মত, যে মহাভোজের আয়োজন করে সকলেরই পছন্দ মেনে নিতে চেষ্টা করে; তথাপি সাধারণ উপকার অর্পণ করার খাতিরে আমরা তেমন পরিশ্রম ভোগ করতে খুশি আছি, [২৮] অবশ্য, সূক্ষ্ম ও পূর্ণ বিবরণ প্রকৃত লেখকের উপরেই নির্ভর করবে, অপর দিকে আমাদের প্রচেষ্টা কেবল এই সংক্ষিপ্ত লেখায় ঘটনাবলির প্রধান প্রধান বিষয় উপস্থাপন করা। [২৯] বস্তুতপক্ষে, যেমন নতুন গৃহনির্মাণে স্থপতির পক্ষে গোটা নির্মাণকাজেই মনোযোগ দেওয়ার কথা, কিন্তু মৃৎশিল্পে যারা নিযুক্ত তাদের পক্ষে কেবল অলঙ্কারের বিষয়েই চিন্তান্বিত হওয়া দরকার, আমার মতে, ঠিক তেমনিই আমাদের অবস্থা। [৩০] বিষয়টি উত্থাপন করা, নানা ঘটনা দেখানো, ঘটনার সূক্ষ্ম দিক তুলে ধরা, এই সমস্ত বিষয় প্রকৃত ইতিহাস-লেখকেরই কাজ; [৩১] কিন্তু বিবরণের সংক্ষিপ্তসার ও বিষয়ের বিস্তারিত পর্যালোচনা এড়ানোই সংক্ষিপ্তকারকের নির্দিষ্ট প্রচেষ্টা।

[৩২] সুতরাং, আসুন, এতক্ষণে আমরা যা বলে এসেছি, তাতে আর কিছু যোগ না দিয়ে বর্ণনাটি আরম্ভ করি; কেননা ইতিকাহিনীর প্রস্তাবনা বিস্তৃত ক'রে প্রকৃত ইতিকাহিনী সংক্ষিপ্ত করা তত সুবুদ্ধির পরিচয় নয়।

যেরুসালেমে হেলিওদরসের আগমন

৩ ওনিয়াস মহাযাজকের ধর্মপরায়ণতা ও অন্যায়ের প্রতি তাঁর ঘৃণা গুণে যেসময় পবিত্র নগরী পূর্ণ শান্তি ভোগ করত ও বিধিনিয়ম সূক্ষ্মরূপে পালিত হত, [২] সেসময় এমনটি হত যে, রাজারা নিজেরাই পবিত্র স্থান সম্মান করতেন ও বিশিষ্ট উপহার দানে মন্দিরে গৌরব আরোপ করতেন, [৩] এমনকি, এশিয়া-রাজ সেলেউকস যজ্ঞের সেবাকর্ম সংক্রান্ত যাবতীয় খরচের জন্য নিজের রাজকর থেকেই অর্থ ব্যবস্থা করতেন। [৪] কিন্তু বিল্গা-গোষ্ঠীর একজন—তার নাম সিমোন—মন্দিরের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক পদে নিযুক্ত হয়ে নগর-বাজারের ব্যবস্থাপনার বিষয়ে মহাযাজকের সঙ্গে প্রচণ্ড সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত হল। [৫] ওনিয়াসের সঙ্গে না পারায় সে তার্সস-নিবাসী আপোল্লনিওসের কাছে গেল—আপোল্লনিওস সেসময় ছিলেন সেলে-সিরিয়া ও ফিনিশিয়ার সামরিক শাসক—[৬] এবং তাঁকে একথা জানাল যে, যেরুসালেমের ধনভাণ্ডার এমন অসীম ধনে পরিপূর্ণ ছিল যে, তার সর্বমোট পরিমাণ অগণন ছিল, যজ্ঞের খরচের অনুপাতেও অতিরিক্ত ছিল; কিন্তু তা রাজারই নিয়ন্ত্রণাধীন করা যেতে পারত। [৭] আপোল্লনিওস রাজার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করলেন, এবং যে ধনের কথা তাঁকে জানানো হয়েছিল, সেই বিষয় রাজাকে অবগত করলেন। তাই রাজা প্রধান অর্থমন্ত্রী হেলিওদরসকে নিযুক্ত করে উক্ত ধন অপহরণ করার বিষয়ে নির্দেশ দিয়ে প্রেরণ করলেন। [৮] হেলিওদরস সঙ্গে সঙ্গে রওনা হলেন: বাইরে তিনি সেলে-সিরিয়া ও ফিনিশিয়ার শহরগুলি পরিদর্শন করবেন, প্রকৃতপক্ষে সেই রাজাজ্ঞাই পালন করবেন। [৯] তিনি যেরুসালেমে এসে পৌঁছলে নগরী ও মহাযাজক তাঁকে উপযুক্ত সম্মান দেখিয়ে গ্রহণ করলে পর তিনি, তাঁকে যা জানানো হয়েছিল, তা ব্যক্ত করলেন, আর এভাবে নিজের আসার প্রকৃত উদ্দেশ্য স্পষ্ট করলেন; পরে জিজ্ঞাসা করলেন, অবস্থাটা ঠিক সেই রকম কিনা। [১০] মহাযাজক তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন যে, সেই অর্থ ছিল বিধবা ও এতিমদের জন্য সঞ্চিত অর্থ; [১১] তাছাড়া একটা অংশ ছিল তোবিয়াসের সন্তান হির্কানসের—হির্কানস ছিলেন উচ্চপদস্থ ব্যক্তিত্ব!—এবং সেই দুর্জন সিমোন তার নিজের বিচার-বিবেচনা অনুসারেই ব্যাপারটা ব্যক্ত

করেছিল, কিন্তু অর্থের আসল পরিমাণ ছিল চারশ' বাট রুপো ও দু'শো বাট সোনা; ১২ উপরন্তু:
স্থানের পবিত্রতার উপরে ও সমগ্র জগতে সম্মানের বস্তু সেই মন্দিরের অলঙ্ঘ্য মাহাত্ম্যের উপরে
যারা বিশ্বাস রেখেছিল, তাদের প্রতি তেমন অন্যায়কর্ম সাধন করা অচিন্তনীয় বিষয়!

অবসন্ন নগরী

১৩ কিন্তু হেলিওদরস রাজার কাছ থেকে পাওয়া নির্দেশের কারণে শক্ত প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন
যে, সেই ধন রাজকোষেই স্থানান্তর করার কথা। ১৪ এই লক্ষ্যে দিন স্থির করে তিনি সঞ্চিত ধনের
তালিকা লিপিবদ্ধ করতে গেলেন; এতে নগরীতে যথেষ্ট সংক্ষোভ দেখা দিল: ১৫ যাজকেরা
যাজকীয় পোশাক পরে বেদির সামনে প্রণত হয়ে সঞ্চয়-বিধির ব্যবস্থা যিনি স্থির করেছিলেন, সেই
স্বর্গেরই কাছে মিনতি জানাচ্ছিল, যেন সেই সঞ্চিত ধন সঞ্চয়কারীদের জন্য অক্ষুণ্ন রাখা হয়। ১৬ যে
কেউ মহাযাজকের মুখ লক্ষ করত, তার হৃদয় ফেটে যেত, কেননা তাঁর চেহারা ও তাঁর বিকৃত বর্ণ
তাঁর অন্তরের ভীষণ দুঃখ দেখাত; ১৭ তিনি ভয়ে এতই অভিভূত ছিলেন এবং তাঁর দেহ এতই
কাঁপছিল যে, যারা তাঁকে দেখত, তারা তাঁর হৃদয়ের বেদনা বুঝতে ভুল করতে পারত না। ১৮ লোকে
বাড়ি-ঘর ছেড়ে ভিড় করে ছুটাছুটি করে প্রকাশ্য মিনতিতে যোগ দিতে আসছিল, কেননা পবিত্র স্থান
অসম্মানের সম্মুখীন ছিল। ১৯ সমস্ত পথ স্ত্রীলোকে পরিপূর্ণ ছিল, বুকের নিচে তারা চটের কাপড়
পরছিল; যুবতীরা, যারা সাধারণত ঘরের মধ্যেই থাকত, তারাও কেউ কেউ নগরদ্বারে, কেউ কেউ
প্রাচীরের উপরে ছুটছিল; আবার কেউ কেউ জানালা দিয়ে মুখ বাড়াচ্ছিল; ২০ এরা সকলে মিনতি
নিবেদনে স্বর্গের দিকে হাত প্রসারিত করছিল। ২১ তেমন অস্থির লোকারণ্যের ক্রন্দন ও মহাযাজকের
দুশ্চিন্তার দুঃখজনক ভাব সত্যি ব্যথাদায়ক দৃশ্য ছিল। ২২ তারা সর্বশক্তিমান প্রভুকে মিনতি জানাত,
যেন তিনি সঞ্চয়কারীদের সঞ্চিত ধন সম্পূর্ণ নিরাপত্তায় অক্ষুণ্ন রাখেন, ২৩ আর এর মধ্যে
হেলিওদরস তাঁর নির্ধারিত কর্মে হাত দিলেন।

হেলিওদরসের শাস্তি

২৪ তিনি ও তাঁর রক্ষীদল ধনভাণ্ডারের কাছে এসে পৌঁছেছেন, এমন সময়ে আত্মাদের ও নিখিল
অধিকারের অধিপতি এতই বিস্ময়কর দর্শন ঘটালেন যে, দুঃসাহস ভরে যারা সেখানে প্রবেশ
করেছিল, তারা সকলে ঈশ্বরের পরাক্রমে বিহ্বল হয়ে লজ্জাকর সন্ত্রাসে অভিভূত হল। ২৫ বস্তুত
তাদের চোখের সামনে এমন অশ্ব আবির্ভূত হল, যা দীপ্তিময় বস্ত্রাবরণে আবৃত ও যার পিঠে বসা
ভয়ঙ্কর একজন অশ্বারোহী; হেলিওদরসের দিকে উত্তেজনার সঙ্গে দৌড়ে অশ্বটি সামনের ক্ষুর দিয়ে
তাঁকে আঘাত করল। দেখতে অশ্বারোহী সোনার যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত ছিলেন। ২৬ একই সময়ে তাঁর
কাছে আরও দু'জন যুবক আবির্ভূত হলেন: তাঁরা ছিলেন মহাশক্তিশালী ও পরম সুন্দর, তাঁদের
পোশাকও অপরূপ ছিল; তাঁরা গিয়ে হেলিওদরসের দু'পাশে দাঁড়িয়ে আঘাতের পর আঘাত হেনে
তাঁকে অবিরতই কশাঘাত করতে লাগলেন। ২৭ তিনি এক নিমেষে মাটিতে পড়ে ঘোর অন্ধকারের
মধ্যে আবিষ্ট হলেন। তখন তাঁর লোকেরা তাঁকে ধরে একটা দোলায় তুলে নিল। ২৮ হ্যাঁ, এই ব্যক্তি,
যিনি—যেমন উপরে বলেছি—কিছুক্ষণ আগে বহুসংখ্যক সঙ্গীকে ও নিজস্ব রক্ষীদলকে সঙ্গে নিয়ে
ধনভাণ্ডারে প্রবেশ করেছিলেন, ঈশ্বরের পরাক্রমের সুস্পষ্ট অভিজ্ঞতার ফলে তাঁকে এমন অবস্থায়
বাইরে বহন করে নেওয়া হল, যে অবস্থায় তিনি নিজে নিজেকে সাহায্য করতে সম্পূর্ণ অক্ষম। ২৯
আর হেলিওদরস ঐশশক্তি দ্বারা ভূপাতিত হয়ে সেখানে নিষ্কণ্ঠ ও পরিত্রাণের আশাবিহীন অবস্থায়
থাকতে থাকতে ৩০ অন্যেরা সেই প্রভুকে ধন্য বলছিল, যিনি তাঁর আপন পবিত্র স্থানের গৌরব প্রকাশ
করেছিলেন; আর সেই মন্দির, যা কিছুক্ষণ আগে ছিল উদ্বেগে ও আলোড়নে পরিপূর্ণ, সর্বশক্তিমান
প্রভুর ঘটিত দর্শনের পরে আনন্দে ও পুলকে পরিপূর্ণ হল। ৩১ হেলিওদরসের কয়েকজন সঙ্গী সাথে

সাথে ওনিয়াসকে মিনতি জানাল, যেন তিনি যাচনা ক'রে পরাৎপরের কাছে এই লোকটির হয়ে জীবন প্রার্থনা করেন, কেননা লোকটি মৃত্যুমুখী অবস্থায় শুয়ে ছিলেন।

[৩২] রাজা ধরে নিতে পারবেন যে, ইহুদীরা হেলিওদরসের বিষয়ে অনুচিত কিছু ঘটিয়েছে, সেই ভয়ে মহাযাজক লোকটির স্বাস্থ্যের জন্য বলি উৎসর্গ করলেন। [৩৩] মহাযাজক প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করছেন, এমন সময়ে হেলিওদরসের কাছে আবার সেই যুবকেরা দেখা দিলেন; তাঁরা একই পোশাক পরে ছিলেন, এবং তাঁর পাশে পায়ে সোজা দাঁড়িয়ে তাঁকে বললেন, 'ওনিয়াস মহাযাজকের কাছে তোমাকে যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা দেখাতে হবে: তাঁরই খাতিরে প্রভু তোমাকে জীবন ফিরিয়ে দিলেন। [৩৪] আর তুমি যে স্বর্গের কশার অভিজ্ঞতা করেছ, এখন সকলের কাছে ঈশ্বরের মহা প্রতাপের কথা প্রচার কর।' একথা বলে তাঁরা মিলিয়ে গেলেন।

প্রভুর বিশ্বাসী হেলিওদরস

[৩৫] হেলিওদরস প্রভুর কাছে বলি নিবেদন করলেন, এবং তাঁর জীবন-রক্ষাকর্তার কাছে মহামিনতি অর্পণ করলেন; পরে ওনিয়াসের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা রাজার কাছে ফিরে গেলেন। [৩৬] তিনি সকলের কাছে সর্বেশ্বরের কর্মকীর্তির বিষয়ে সাক্ষ্যদান করতেন যাঁকে নিজের চোখেই দেখতে পেয়েছিলেন। [৩৭] যখন রাজা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, যেরুসালেমে পুনরায় পাঠানোর মত কে উপযুক্ত হবে, তখন তিনি উত্তর দিলেন, [৩৮] 'আপনার কোন শত্রু বা দেশের প্রতি অবিশ্বস্ত কেউ থাকলে তাকেই সেখানে পাঠান, আর আপনি তাকে বেশ কশাঘাতগ্রস্ত অবস্থায় ফিরে পাবেন—যদি লোকটা কোন প্রকারে নিজেকে বাঁচাতে পারে!—কেননা সেই স্থানে কোন এক দিব্য পরাক্রম বিরাজিত। [৩৯] স্বর্গলোকে যাঁর আবাস, স্বয়ং তিনিই সেই স্থানের রক্ষাকর্তা, আর যারা কুসঙ্কল্প পোষণ করে সেখানে যায়, তাদের প্রহার করতে ও নিপাত করতে তিনি প্রস্তুত!' [৪০] এ হল হেলিওদরস ও ধনভাণ্ডার রক্ষা সংক্রান্ত ঘটনার ফলাফল।

সিমোন ও ওনিয়াস

৪ যাকে উপরে পুঁজি ও স্বদেশ সংক্রান্ত গোপন তত্ত্বের প্রকাশকারী বলে উল্লেখ করা হয়েছে, সেই সিমোন ওনিয়াসের দুর্নাম রটাতে লাগল: সে একথা বলে বেড়াচ্ছিল যে, হেলিওদরসের প্রহারের পিছনে ওনিয়াসই ছিলেন, আবার ওনিয়াসই এই সমস্ত অমঙ্গলের জন্য উসকানি দিয়েছিলেন; [২] সিমোনের দুঃসাহস এমন যে, যিনি নগরীর উপকর্তা, নাগরিকদের রক্ষাকর্তা, বিধিনিয়মের সমর্থনকারী, তাঁকে সে জনসাধারণের সম্পদের শত্রু বলে ডাকছিল। [৩] শত্রুভাব এমন পর্যায়ে পৌঁছল যে, সিমোনের কয়েকজন পন্থীর হাত দ্বারা নরহত্যাও সাধিত হল, [৪] আর তখন ওনিয়াস তেমন হিংসা কতই না অমঙ্গলকর দে'খে এবং সেলে-সিরিয়া ও ফিনিশিয়ার সামরিক শাসক মেনেস্থেওসের সন্তান আপোল্লনিওস সিমোনকে তার অপকর্মে উৎসাহ দিচ্ছিলেন, এই ব্যাপারেও সচেতন হয়ে [৫] তিনি রাজার কাছে গেলেন; তিনি যে তাঁর সহনাগরিকদের অভিযোক্তারূপে দাঁড়াবেন এমন নয়, বরং জনগণের সাধারণ কল্যাণের ও প্রত্যেকজনের ব্যক্তিগত কল্যাণের পৃষ্ঠপোষকরূপেই দাঁড়াবেন। [৬] কেননা তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন যে, রাজার হস্তক্ষেপ ছাড়া সুষ্ঠু জনপরিচালনাও আর সম্ভব নয়, সিমোনও নিজের ক্ষিপ্ততা আর সামলাবে না।

মহাযাজক যাসোন দ্বারা গ্রীক জীবনাদর্শ প্রবর্তিত

[৭] যখন সেলেউকসের মৃত্যু হয় ও এপিফানেস বলে অভিহিত আন্তিওখস রাজ্যভার গ্রহণ করেন, তখন ওনিয়াসের ভাই যাসোন ছলনা প্রয়োগে মহাযাজকত্ব-পদ নিজেরই হাতে নেন। [৮] তিনি রাজার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে তাঁকে তিনশ' ষাট বাট রুপো এবং রাজকর থেকে নেওয়া নয় কিন্তু অন্য উপায়ে নেওয়া আরও আশি বাট রুপো দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। [৯] আর শুধু তা নয়, রাজা

যদি তাঁকে একটা ব্যায়াম-আগার ও একটা যুবকেন্দ্র স্থাপন করার ও যেরুসালেমের আন্তিওখস-পন্থীদের রাজতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার অধিকার দেন, তবে রাজাকে তিনি আরও দেড়শ' বাট রুপো দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। [১০] রাজা অনুমতি দেওয়ায় যাসোন ক্ষমতা পাওয়ামাত্রই নিজ স্বদেশীয়দের গ্রীক জীবনাদর্শ অনুযায়ী জীবনাদর্শ পালন করতে বাধ্য করলেন। [১১] বন্ধুত্ব ও মিত্রতা সংক্রান্ত চুক্তি সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করার জন্য যিনি ইহুদীদের পক্ষ থেকে রোমীয়দের কাছে প্রতিনিধিদের প্রধান বলে গিয়েছিলেন, সেই এউপোলেমসের পিতা যোহনের প্রচেষ্টায় ইহুদীদের কাছে রাজা যা যা মঞ্জুর করেছিলেন, সেই সমস্ত করমুক্তি প্রভৃতি উপকার যাসোন বাতিল করলেন, এবং বিধেয় যত প্রতিষ্ঠান আমূলে উৎপাটন করে এমন নতুন রীতিনীতি প্রবর্তন করলেন, যা বিধান-বিরুদ্ধ। [১২] তিনি এমন পর্যায়ে পৌঁছলেন যে, ঠিক আক্রা-দুর্গের পাদতলেই একটা ব্যায়াম-আগার স্থাপন করলেন এবং সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত বংশের যুবকদের ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার দেবের প্রতীক-টুপিও মাথায় দিতে প্ররোচিত করলেন। [১৩] দুর্জন ও মিথ্যা-মহাযাজক যে তিনি, সেই যাসোন তাঁর ভক্তিহীনতায় কোন সীমা রাখলেন না; এমনকি, গ্রীক কৃষ্টিতে রূপান্তর-প্রক্রিয়া এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছল যে, [১৪] যাজকেরা নিজেরাও যজ্ঞবেদির সেবাকর্মে আর তৎপরতা না দেখিয়ে বরং মন্দিরকে অবজ্ঞা ক'রে ও যজ্ঞগুলো অবহেলা ক'রে ঘণ্টার ধ্বনিতে ব্যায়াম-আগারে পরিবেশিত সেই ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার পরিচালনায় অংশ নিতে দৌড় দিত যা বিধান-বিরুদ্ধ; [১৫] পিতৃপুরুষদের সম্মান হেয়জ্ঞান ক'রে তারা গ্রীক গৌরবই সর্বোচ্চ জ্ঞান করত। [১৬] কিন্তু এই সমস্ত কিছু তার নিজের প্রতিফলও এনে দিল: হ্যাঁ, যাদের জীবনাদর্শ এত আগ্রহের সঙ্গে তারা পালন করত, সবকিছুতে যাদের সমান হওয়ার এত চেষ্টা করত, শেষে তারাই তাদের বিপক্ষ ও প্রতিফলদাতা হয়ে দাঁড়াল। [১৭] ঐশ বিধিনিয়ম লঙ্ঘন করা তত সামান্য ব্যাপার নয়, যেমনটি পরবর্তীকালের ঘটনাগুলিতে স্পষ্টভাবেই প্রকাশ পাবে।

[১৮] প্রতি চার বছর অন্তর অন্তর তুরসে ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হওয়ার প্রথা ছিল: এবছরে ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা উপলক্ষে স্বয়ং রাজা উপস্থিত হওয়ায় [১৯] দুর্জন যাসোন প্রতিনিধি হিসাবে যেরুসালেমের কয়েকজন আন্তিওখস-পন্থী লোককে পাঠালেন; তারা হের্কুলিস-দেবের উদ্দেশে যজ্ঞের জন্য তিনশ' বাট রুপো সঙ্গে করে বহন করছিল; কিন্তু এই বাহকেরাও সেই অর্থ যজ্ঞের জন্য ব্যয় করা উচিত মনে করল না, বরং সিদ্ধান্ত নিল, তা অন্য খাতে ব্যবহৃত হোক। [২০] এভাবে, বাহকদের প্রস্তাব অনুসারে, হের্কুলিস-দেবের উদ্দেশে যজ্ঞের জন্য নিরূপিত অর্থ তিন সারির দাঁড়বিশিষ্ট জাহাজ নির্মাণে প্রয়োগ করা হল।

আন্তিওখস এপিফানেসের প্রতি যেরুসালেমের অভিনন্দন

[২১] মেনেস্থেওসের সন্তান আপোল্লনিওসকে ফিলোমেতোর রাজার বিবাহোৎসবের জন্য মিশরে পাঠাবার পর আন্তিওখস যখন জানতে পারলেন যে, মিশর-রাজ তাঁর রাজব্যবস্থার বিরোধী হয়েছেন, তখন নিজের নিরাপত্তার বিষয় চিন্তা করতে লাগলেন; এজন্যই তিনি যাফায় গেলেন। পরে সেখান থেকে যেরুসালেমে গেলেন, [২২] আর যাসোন ও নগরী তাঁকে অপরূপ অভিনন্দন জানালেন: তাঁকে মশালের আলোয় জয়ধ্বনির ছন্দে নগরীতে অনুপ্রবেশ করানো হল। তারপর তিনি তাঁর সেনাবাহিনীকে ফিনিশিয়ার দিকে চালিত করলেন।

মহাযাজক মেনেলাওস

[২৩] তিন বছর পরে যাসোন অর্থ বহন করার জন্য ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়-প্রসঙ্গে শেষ আলাপ-আলোচনা করার জন্য মেনেলাওসকে—উপরে যাঁর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেই সিমোনের ভাইকে—রাজার কাছে পাঠালেন; [২৪] কিন্তু মেনেলাওস একবার রাজার উপস্থিতিতে

আনীত হলে নিজের কর্তৃত্বের ভাব দ্বারা রাজাকে এতই তোষামোদ করলেন যে, যাসোনের ডাকের চেয়ে তিনশ' বাট রুপো ডেকে মহাযাজকত্ব নিজের জন্য অর্জন করলেন। [২৫] তিনি রাজাজ্ঞা সহ ফিরে এলেন: মহাযাজকত্বের যোগ্য এমন কিছু তিনি সঙ্গে করে আনলেন না, আনলেন শুধু নিষ্ঠুর স্বৈরশাসকের রোষ ও বন্যজন্তুর হিংস্রতা। [২৬] এভাবে যাসোন, যিনি তাঁর আপন ভাইয়ের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন, তিনি নিজেও আর একজনের বিশ্বাসঘাতকতার বস্তু হয়ে আম্মানিতিসে গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন। [২৭] আর মেনেলাওস একবার কর্তৃত্ব হাতে নিয়ে রাজার কাছে প্রতিশ্রুত ঋণের কথা একেবারে ভুলে গেলেন; [২৮] অথচ আক্রা-দুর্গের অধিনায়ক সোস্ত্রাতস তাঁর কাছে পরিশোধের কথা নিবেদন করেছিলেন, যেহেতু সোস্ত্রাতস ছিলেন রাজকর গ্রহণে নিযুক্ত লোক। এই কারণে তাঁদের দু'জনকে রাজার দরবারে ডাকা হল। [২৯] মেনেলাওস নিজের ভাই লিসিমাখসকে অস্থায়ী মহাযাজক পদে রেখে গেলেন, এবং সোস্ত্রাতস সাইপ্রাসীয়দের অধিনায়ক ক্রাতেসকে নিজের হয়ে কাজ চালিয়ে যেতে রেখে গেলেন।

ওনিয়াসকে হত্যা

[৩০] এই সমস্ত ঘটনা ঘটছে, এমন সময়ে তার্সস ও মাল্লসের অধিবাসীরা বিদ্রোহ করল, শহর দু'টোকে রাজার উপপত্নী আন্তিওখিসকে দুই উপহাররূপে দেওয়া হয়েছে ব'লে। [৩১] পরিস্থিতি ঠিক করার জন্য রাজা ইতস্তত না করেই রওনা হলেন, প্রতিনিধি হিসাবে আন্দ্রনিকসকে রেখে গেলেন; এই আন্দ্রনিকস ছিলেন তাঁর গণ্যমান্যদের একজন। [৩২] উত্তম সুযোগ পেয়েছেন বলে মনে ক'রে মেনেলাওস মন্দির থেকে সোনার কয়েকটা পাত্র অপহরণ করে তা উপহাররূপে আন্দ্রনিকসকে দিলেন; অন্য কতগুলো পাত্রও তিনি তুরস ও নিকটবর্তী শহরগুলির কাছে বিক্রি করার সুযোগ নিলেন। [৩৩] এই ব্যাপারে নিশ্চিত প্রমাণ পেয়ে ওনিয়াস আন্তিওখিয়ার নিকটবর্তী দাফেন শহরের নিরাপদ জায়গায় গিয়ে আশ্রয় নিলেন, এবং সেখান থেকে মেনেলাওসকে ভর্ৎসনা করলেন। [৩৪] তাই মেনেলাওস আন্দ্রনিকসের সঙ্গে গোপনে দেখা করে তাঁর কাছে এই যাচনা রাখলেন, যেন তিনি ওনিয়াসকে উচ্ছেদ করেন; আর তিনি ওনিয়াসের কাছে গেলেন, এবং দিব্যি দিয়ে তাঁর হাতে নিজের ডান হাত দেওয়ায় তাঁকে প্রবঞ্চনা ক'রে তাঁর মন জয় করলেন, আর যদিও ওনিয়াস তাঁর বিষয়ে তখনও যথেষ্ট সন্দেহ পোষণ করছিলেন, তবুও তাঁর কথামত আশ্রয়স্থল ছাড়তে সম্মত হলেন; কিন্তু আন্দ্রনিকস সমস্ত ন্যায়নীতি অবজ্ঞা করে তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে বধ করলেন। [৩৫] একাজের জন্য ইহুদীরা শুধু নয়, অন্য বহু জাতিও দুঃখ পেল ও তেমন ব্যক্তিত্বের অন্যায়-হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে ক্ষুব্ধ হল।

[৩৬] রাজা সিলিসিয়া অঞ্চল থেকে ফিরে এলে শহরের ইহুদীরা ওনিয়াসের অন্যায়-হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে তাঁর কাছে আবেদন জানাল; তাদের সঙ্গে কয়েকজন গ্রীকও ছিল, যারা তেমন অপকর্ম নিন্দা করছিল। [৩৭] আন্তিওখস খুবই মর্মাহত হলেন, গভীর দুঃখ প্রকাশ করলেন, এবং মৃত ব্যক্তির প্রজ্ঞা ও বিচারবোধের জন্য চোখের জল ফেললেন। [৩৮] ক্ষোভে জ্বলে উঠে তিনি আন্দ্রনিকসকে বেগুনি কাপড়-বঞ্চিত করলেন, তাঁর পোশাক ছিঁড়ে ফেললেন, এবং যে স্থানে আন্দ্রনিকস ওনিয়াসকে অধর্ম হাতিয়ার করে বধ করেছিলেন, রাজা শহরের মধ্য দিয়ে আন্দ্রনিকসকে সেই স্থান পর্যন্ত টেনে নিয়ে নরঘাতককে এই জগৎ থেকে নিশ্চিহ্ন করলেন; এইভাবে প্রভু তাঁর যোগ্য শাস্তি দিলেন।

লিসিমাখসের মৃত্যু

[৩৯] এদিকে লিসিমাখস মেনেলাওসের উসকানিতে বহুবার নগরীতে ধর্মীয় জিনিস চুরি করেছিলেন; আর যখন ঘটনাগুলি প্রকাশ পেল, তখন জনগণ লিসিমাখসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল; কিন্তু ইতিমধ্যে তিনি সোনার বেশ কয়েকটা পাত্র পরের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। [৪০] উত্তেজিত

লোকদের ভিড় বেশি সংক্ষুব্ধ হতে যাচ্ছিল বিধায় লিসিমাখস প্রায় তিন হাজার লোক অস্ত্রসজ্জিত ক'রে হিংসাত্মক প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে লাগলেন; সৈন্যদলের নায়ক ছিল কে যেন একজন যার নাম আউরানস—সে বয়সে বেশ পরিপক্ক, নির্বুদ্ধিতায় কম পরিপক্ক নয়। [৪১] এই হিংসাত্মক প্রক্রিয়া লিসিমাখসের কাজ বলে ধরে নিয়ে লোকদের মধ্যে কেউ কেউ পাথর, কেউ কেউ মোটা লাঠি, কেউ কেউ মাটি থেকে মুঠোয় করে ধুলা তুলে নিয়ে, লিসিমাখসের পাশে যারা দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। [৪২] তাই তারা বহুজনকে আহত করল, এমনকি, কয়েকজনকে মেরেও ফেলল, ও বাকি সকলকে পালাতে বাধ্য করল; আর সেই ধর্মহীন চোরকে তারা ধনভাণ্ডারের কাছে হত্যা করল।

দোষমুক্ত মেনেলাওস

[৪৩] এই সমস্ত ঘটনার ফলে মেনেলাওসের বিরুদ্ধে মামলা আনা হল। [৪৪] রাজা তুরসে এলে প্রবীণসভার প্রেরিত তিন ব্যক্তি তাঁর সামনে অভিযোগ উপস্থাপন করল। [৪৫] মামলা তাঁর নিজের বিরুদ্ধেই গেল, তা দেখে মেনেলাওস দরিমেনেসের সন্তান তলেমিকে বেশ কিছু অর্থ দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন, যেন তিনি রাজাকে তাঁর পক্ষে টেনে নেন। [৪৬] তলেমি রাজাকে এক মণ্ডপের তলায় নিয়ে গেলেন—কেমন যেন ঠাণ্ডা বাতাস খাওয়ার জন্য—এবং তাঁর মত পাল্টালেন। [৪৭] তাই সমস্ত অমঙ্গলের কারণ যে মেনেলাওস, তাঁকে রাজা অভিযোগ থেকে মুক্ত করলেন, আর সেই দুর্ভাগাদের—যারা স্কুথীয়দের কাছেও মামলা চালালে নিরপরাধী বলে সাব্যস্ত হত—প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। [৪৮] ফলে যারা নগরী, জনগণ ও পবিত্র পাত্রগুলির পক্ষ সমর্থন করেছিল, তাদের অন্যায়-দণ্ড ভোগ করানোতে ইতস্তত করা হল না। [৪৯] তুরস-নিবাসীরা নিজেরাই এই ব্যাপারে অসন্তুষ্ট হয়ে তাদের সমাধির জন্য দানশীলতার সঙ্গে ব্যবস্থা করল। [৫০] অপরদিকে, প্রভাবশালীদের লোভের ফলে, মেনেলাওস ক্ষমতায় থাকলেন; তিনি অন্যায়কর্ম সাধনে উত্তরোত্তর বেড়ে উঠলেন এবং তাঁর নিজের সহনাগরিকদের প্রধান শত্রু বলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন।

মিশরে দ্বিতীয় রণ-অভিযান

৫ প্রায় এই সময়ে আন্তিওখস মিশরের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় রণ-অভিযান প্রস্তুত করছিলেন। [২] তখন এমনটি হল যে, প্রায় চল্লিশ দিন ধরে সমস্ত নগরী জুড়ে সোনার পোশাকে সজ্জিত হয়ে বাতাসের মধ্য দিয়ে অশ্বারোহীদের ছুটাছুটি দেখা দিত; আরও দেখা দিত যুদ্ধাস্ত্রে তৈরী বর্শাধারী বাহিনী [৩] ও যুদ্ধের জন্য শ্রেণীভুক্ত অশ্বারোহী-দল, এদিক ওদিক ঘর্ষণ-সঙ্ঘর্ষণ, সংখ্যার অতীত ঢাল, বর্শারণ্য, খড়্গের আন্দোলন, তীর ছুড়াছুড়ি, সোনার বস্ত্রাবরণের ঝক্‌মকানি, সবরকম যুদ্ধ-সরঞ্জাম। [৪] তাই সকলে প্রার্থনা করল, যেন তেমন দর্শন শুভলক্ষণই হয়।

এপিফানেসের প্রতিক্রিয়া

[৫] পরে, যেহেতু এমন মিথ্যা-সংবাদ রটে গেছিল যে, আন্তিওখস মারা গেছেন, সেজন্য যাসোন কমপক্ষে এক হাজার লোক সঙ্গে করে নিয়ে নগরীকে অপ্রত্যাশিত ভাবে আক্রমণ করলেন। একবার নানা স্থানে প্রাচীর ভেঙে গেলে ও নগরী হস্তগত হলে মেনেলাওস আক্রা-দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। [৬] যাসোন নির্মমভাবে তাঁর আপন সহনাগরিকদের হত্যাকাণ্ড সাধন করলেন, অথচ বুঝতে পারছিলেন না যে, আপন স্বদেশীয়দের বিরুদ্ধে জয়লাভ প্রকৃতপক্ষে সর্বোচ্চ পরাজয়; না, তিনি মনে করছিলেন, নিজের স্বদেশীয়দের উপরে নয়, শত্রুদেরই উপর বিজয়মালা অর্জন করছেন। [৭] কিন্তু তবুও তিনি কর্তৃত্ব হাতে নিতে পারলেন না, এবং পরিশেষে তাঁর বিদ্রোহ-কর্ম তাঁকে কিছুই এনে দিল না, কেবল লজ্জাই এনে দিল, তাই তিনি আবার আম্মানিতিসে আশ্রয় নিতে ছুটে গেলেন,

[৮] আর এইভাবে ঘটল তাঁর অপকর্মের শেষ দশা: আরব-রাজ আরেতাস দ্বারা কারারুদ্ধ হয়ে, পরবর্তীকালে শহরে শহরে পলাতক হয়ে, সকলের দ্বারা নির্যাতিত হয়ে, বিধিনিয়মের বিশ্বাসঘাতক বলে সবার ঘৃণার পাত্র হয়ে, স্বদেশের ও সহনাগরিকদের ঘাতক বলে সকলের দৃষ্টিতে জঘন্য বস্তু হয়ে তিনি মিশরে তাড়িত হলেন; [৯] যিনি স্বদেশের অনেক সন্তানকে নির্বাসিত করেছিলেন, তিনি নিজে নির্বাসিত অবস্থায় মরলেন; বস্তুত তিনি স্পার্তায় যাত্রা করলেন এই আশা নিয়ে যে, আত্মীয়তার খাতিরে সেখানে গিয়ে আশ্রয় পাবেন। [১০] আরও, যিনি লোকারণ্য সমাধি-বিহীন অবস্থায় রেখে ফেলেছিলেন, তাঁর জন্য এখন এমন কেউই ছিল না যে তাঁর জন্য চোখের জল ফেলবে; তাঁর জন্য কোন সমাধি-অনুষ্ঠানও হল না, ও নিজের পিতৃপুরুষদের সমাধিমন্দির থেকেও তিনি বঞ্চিত হলেন।

[১১] এই সমস্ত ঘটনা জানতে পেরে রাজা ধরে নিলেন, যুদেয়া বিদ্রোহ করতে যাচ্ছে; তাই বন্যজন্তুর মত রুষ্ট হয়ে মিশর থেকে ফিরে এসে অস্ত্রের জোরে নগরীকে হস্তগত করলেন [১২] এবং সৈন্যদের হুকুম দিলেন, তারা যত লোকদের সঙ্গে দেখা পাবে, যেন নির্মম ভাবে তাদের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে, আর যারা ঘরের মধ্যে আশ্রয় নেবে, যেন তাদের সকলকে খণ্ড-বিখণ্ড করে। [১৩] তখন যুবা-বৃদ্ধদের মহাসংহার করা হল, নর-নারী-বালককে নিশ্চিহ্ন করা হল, বালিকা-শিশুকে টুকরো টুকরো করা হল। [১৪] সেই তিন দিনে আশি হাজার মানুষকে মেরে ফেলা হল, লড়াইতে চল্লিশ হাজার লোক প্রাণত্যাগ করল, এবং একই সংখ্যায় অন্য মানুষকে ক্রীতদাস রূপে বিক্রি করা হল।

মন্দির লুট

[১৫] এতে তুষ্ট না হয়ে আন্তিওখস সমস্ত পৃথিবীর পবিত্রতম মন্দিরে প্রবেশ করার দুঃসাহস দেখালেন; তাঁর সঙ্গে পথপ্রদর্শকরূপে ছিলেন সেই মেনেলাওস, যিনি বিধিনিয়ম ও স্বদেশের বিশ্বাসঘাতক হয়েছিলেন; [১৬] এবং অশুচি হাত দ্বারা সেই আন্তিওখস পবিত্র পাত্রগুলি কেড়ে নিলেন; যা কিছু অন্য রাজারা স্থানের শোভা ও গৌরবের জন্য এবং সম্মানের চিহ্নরূপে রেখেছিলেন, তিনি তাঁর সেই ভক্তিহীন হাত দ্বারা তা সবই লুট করে নিলেন।

[১৭] নিজেকে এত মহান মনে করে আন্তিওখস বুঝতে পারলেন না যে, শহরবাসীদের পাপের কারণে প্রভু কেবল কিছুকালের মতই ক্ষুব্ধ ছিলেন এবং ফলে স্থানটির প্রতি অযত্ন দেখাচ্ছিলেন। [১৮] জনগণ যদি বহু পাপে নিমজ্জিত না হয়ে থাকত, তবে যেমন সেই হেলিওদরসের বেলায় ঘটেছিল, যিনি সেলেউকস রাজা দ্বারা ধনভাণ্ডারের পরিদর্শনে প্রেরিত হয়েছিলেন, তেমনি মন্দিরে প্রবেশ করামাত্র আন্তিওখসকেও কশাঘাতে আঘাত করা হত ও নিজের দুঃসাহস থেকে বঞ্চিত করা হত। [১৯] কিন্তু প্রভু স্থানটির খাতিরে জনগণকে বেছে নিয়েছিলেন এমন নয়, বরং জনগণের খাতিরেই স্থানটিকে বেছে নিয়েছিলেন; [২০] সুতরাং স্থানটিও, জনগণের উপর নেমে আসা দুর্বিপাকের অংশী হওয়ার পর, যথাসময়ে জনগণের সমৃদ্ধিরও অংশী হল; হ্যাঁ, সর্বশক্তিমানের ক্রোধের ফলে পরিত্যক্ত হওয়ার পর মহানৃপতির নবীন প্রসন্নতা গুণে স্থানটি তার গোটা গৌরবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল।

[২১] মন্দির থেকে আঠারশ' বাট রুপো অপহরণ করে আন্তিওখস শীঘ্রই আন্তিওখিয়ায় ফিরে গেলেন; পারলে, তাঁর অহঙ্কারে তিনি স্থলভূমিকে পোতচালনা-যোগ্য ও সমুদ্রকে পায়ে চালনাযোগ্য করারও চেষ্টা করতেন—এতই উদ্ধত ছিল তাঁর গর্ব! [২২] কিন্তু তিনি দেশকে হয়রানি করতে নানা কর্মচারীকে রেখে গেলেন: যেরুসালেমে রেখে গেলেন সেই ফিলিপকে—জাতিতে ফ্রিজীয়, কিন্তু ব্যবহারে তাঁর চেয়েও বর্বর, তাঁকে যিনি মনোনীত করেছিলেন; [২৩] গারিজিমের উপরে

আন্দ্রনিকসকে; এবং এঁদের ছাড়া সেই মেনেলাওসকে, যিনি সহনাগরিকদের প্রতি অন্যদের চেয়ে দাম্ভিক, যেহেতু তিনি ইহুদীদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য শত্রুভাব পোষণ করতেন।

আপোল্লনিওস

২৪ পরে তিনি সামরিক প্রধান সেই আপোল্লনিওসকে পাঠালেন; তাঁর সঙ্গে ছিল বাইশ হাজার
যোদ্ধার সৈন্যদল, এবং তাঁকে এই হুকুম দেওয়া হয়েছিল, তিনি যেন বয়ঃপ্রাপ্ত সকল পুরুষকে বধ
করেন এবং স্ত্রীলোক ও ছেলেমেয়েকে ক্রীতদাসরূপে বিক্রি করেন। ২৫ যেরুসালেমে এসে পৌঁছে
লোকটা শান্তি-ভাবের ভান করে পবিত্র সাব্বাৎ দিন পর্যন্ত ক্ষান্ত থাকলেন; পরে, সেই দিনে ইহুদীরা
বিশ্রাম করছিল বলে তিনি সেই সুযোগ নিয়ে তাঁর সকল লোককে সম্পূর্ণরূপে অস্ত্রসজ্জিত অবস্থায়
মাঠে দাঁড়াতে আদেশ দিলেন ২৬ এবং যত লোক তা দেখতে বাইরে এল, তিনি তাদের সকলকে
খড়্গের আঘাতে মারলেন; পরে তাঁর অস্ত্রসজ্জিত লোক সঙ্গে নিয়ে নগরীর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে বহু
বহু মানুষকে বধ করলেন।

২৭ কিন্তু যুদা—মাকাবীয় বলেও যিনি অভিহিত—আরও ন'জনের সঙ্গে মরুপ্রান্তরে গিয়ে আশ্রয়
নিলেন। তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা পাহাড়পর্বতের মধ্যে বন্যজন্তুদের মত বাস করলেন; যেন কোন
কলুষে কলুষিত না হন, তাঁরা কিছুই খেতেন না, কেবল বন্য শাক খেতেন।

বিজাতীয় উপাসনা-রীতি প্রবর্তন

৬ এই সমস্ত ঘটনার কিছুকাল পরে রাজা এথেন্স-নিবাসী গেরন্তেসকে পাঠালেন, যেন সে ইহুদীদের
তাদের ঐতিহ্যগত বিধিনিয়ম লঙ্ঘন করতে ও ঐশ বিধিনিয়ম অনুযায়ী জীবনাদর্শ পালন না করতে
বাধ্য করে; ২ উপরন্তু সে যেরুসালেমের মন্দিরকে কলুষিত করতে, এই মন্দিরকে ওলিম্পাস
জেউসের উদ্দেশে ও গারিজিমের উপরের মন্দিরকে অতিথি-প্রতিপালক জেউসের উদ্দেশে প্রতিষ্ঠা
করতে তাদের বাধ্য করবে, যেহেতু সেখানকার অধিবাসীরা এই মর্মে অনুরোধ রেখেছিল। ৩ এই
সমস্ত অমঙ্গলের আগমন সহ্য করা সমস্ত জনগণের পক্ষে ভারী কষ্টকর হল। ৪ মন্দির বিজাতীয়দের
দ্বারা উচ্ছৃঙ্খলতা ও লাম্পট্যে পূর্ণ হল, বস্তুত এরা বেশ্যাদের নিয়ে আমোদপ্রমোদ করত, নানা
পবিত্র প্রাঙ্গণের মধ্যে স্ত্রীলোকদের সঙ্গে মিলন করত, আর তাছাড়া একেবারে লজ্জাকর ব্যবহার
অনুপ্রবেশ করাত। ৫ যজ্ঞবেদি এমন বলিগুলিতে ভরা ছিল, যা পবিত্র না হওয়ায় বিধান দ্বারা নিষিদ্ধ
ছিল। ৬ সাব্বাৎ পালন, ঐতিহ্যগত পর্বোৎসব উদ্‌যাপন, ইহুদী বলে আত্মপরিচয় দেওয়া—এই
সমস্ত করা আর সম্ভব ছিল না। ৭ জনগণকে রাজার জন্মতিথিতে যজ্ঞে অংশ নিতে নিষ্ঠুর জোর
প্রয়োগে বাধ্য করা হত; আর দিওনিসিওস-দেবের যত পর্ব উপলক্ষে চিরহরিৎ লতার মালায়
নিজেদের ভূষিত করতে ও দিওনিসিওস-দেবের উদ্দেশে শোভাযাত্রায় যোগ দিতে তাদের বাধ্য করা
হত। ৮ তলেমাইস-অধিবাসীদের প্ররোচনায় নিকটবর্তী গ্রীক শহরগুলির জন্য এমন রাজাজ্ঞা জারি
করা হল, সেখানকার নাগরিকেরাও যেন ইহুদীদের উপরে একই নির্দেশগুলি বলবৎ করে, যজ্ঞ
সংক্রান্ত ভোজে অংশগ্রহণ করতে তাদের বাধ্য করে, ৯ আর যে কেউ স্বেচ্ছায় গ্রীক রীতিনীতি
অনুযায়ী জীবনাদর্শ পালন করতে রাজি হবে না, যেন তাদের সকলকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।
এতে স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেল যে, ক্লেশ অবশ্যম্ভাবী।

১০ উদাহরণ স্বরূপ, দু'জন স্ত্রীলোক তাদের শিশুদের পরিচ্ছেদিত করেছে বলে অভিযুক্ত হল;
তাদের শিশুদের তাদের বুকে টাঙিয়ে দেওয়া হলে পর সেই স্ত্রীলোকদের শহরের পথে পথে
সকলের দৃষ্টিগোচরে নিয়ে যাওয়া হল, আর শেষে নগরপ্রাচীরের উপর দিয়ে তাদের নিচে ফেলে
দেওয়া হল। ১১ অন্য লোকে, সাব্বাৎ পালন করার উদ্দেশ্যে যারা কারও মনোযোগ আকর্ষণ না করে
নিকটবর্তী গুহাগুলিতে জড় হয়েছিল, তাদের ফিলিপের দরবারে অভিযুক্ত করা হল, ফলে সেই

গুহাগুলির মধ্যেই তাদের সকলকে পুড়িয়ে দেওয়া হল, কারণ দিনটির পবিত্রতার সম্মানার্থে তাদের বিবেক আত্মরক্ষা করতেও সম্মত হল না।

নির্যাতনকালে ঈশ্বরের গুপ্ত সঙ্কল্প

১২ এখন, যে কেউ এই পুস্তক পড়বেন, তাঁদের আমি অনুরোধ করি, যেন তাঁরা এই সমস্ত
দুর্বিপাকের জন্য নিরাশ হয়ে না পড়েন, বরং যেন একথা বিবেচনা করেন যে, শাস্তি আমাদের
আপন জাতির বিনাশের জন্য নয়, তাদের সংশোধনের জন্যই আসে। ১৩ আর আসলে, ভক্তিহীনেরা
যে শুধু কিছুকালের মতই স্বাধীনতা পায় আর সঙ্গে সঙ্গেই শাস্তির পাত্র হয়, তা মহা প্রসন্নতার চিহ্ন।
১৪ অন্য সকল জাতির বেলায় প্রভু তাদের শাস্তি দেবার আগে ধৈর্যের সঙ্গে তাদের পাপের পূর্ণ
মাত্রার জন্য অপেক্ষা করেন, কিন্তু আমাদের বিষয়ে তিনি অন্যভাবেই ব্যবহার করতে সঙ্কল্প
করলেন, ১৫ যেন তখনই আমাদের শাস্তি না দিতে হয়, যখন আমাদের পাপ পূর্ণ মাত্রায় এসে
পৌঁছে। ১৬ এজন্য তিনি আমাদের কাছ থেকে তাঁর দয়া কখনও সম্পূর্ণরূপে ফিরিয়ে নেন না, কিন্তু
দুর্বিপাকের মধ্য দিয়ে যদিও আমাদের সংশোধন করেন, তবু তিনি তাঁর আপন জনগণকে পরিত্যাগ
করেন না। ১৭ স্মরণযোগ্য কথা হিসাবেই একথা বলা হয়েছে; কিন্তু এবার আসুন, আর দেরি না
করে আমাদের বর্ণনায় ফিরে যাই।

এলেয়াজারের সাক্ষ্যমরণ

১৮ এলেয়াজার ছিলেন সবচেয়ে গণ্যমান্য শাস্ত্রীদের মধ্যে অন্যতম; তাঁর বেশ বয়স হয়েছিল, ও
তাঁর মুখের চেহারা খুবই সম্মাননীয় ছিল; এলেয়াজারের মুখ জোর করে খুলে তাঁকে শূকরের মাংস
খেতে বাধ্য করা হচ্ছিল। ১৯ কিন্তু তিনি অসম্মানের জীবনের চেয়ে সম্মানপূর্ণ মৃত্যুকেই বাঞ্ছনীয় বলে
মনে করে পীড়নযন্ত্রের দিকে স্বেচ্ছায় এগিয়ে গেলেন; ২০ তিনি মাংসটা থুথু দিয়ে ফেলে দিলেন,
ঠিক যেমন তাদেরই মানায়, প্রাণের মূল্যেও যা কিছু খাওয়া বিধেয় নয়, তেমন খাদ্য থেকে সরে
যাওয়া যাদের সাহস আছে। ২১ বিধানবিরুদ্ধ তেমন আনুষ্ঠানিক ভোজের ভার যাদের হাতে ছিল,
এই লোকটির সঙ্গে তাদের দীর্ঘ দিনের বন্ধুত্বের খাতিরে তারা তাঁকে পাশে টেনে নিয়ে তাঁকে
আবেদন জানাল, যেন এমন মাংস আনিয়ে দেন, যা তাঁর পক্ষে খাওয়া বিধেয়, এমনকি তাঁর
নিজেরই রাঁধা মাংস, এবং রাজার আদিষ্ট সেই যজ্ঞবলির মাংস খেতে ভান করে আসলে নিজেরই
প্রস্তুত করা সেই মাংস খান; ২২ তবেই, এভাবে ব্যবহার করলেই, প্রাচীন বন্ধুত্বের খাতিরে এই
মমতাকে সুযোগ করে তিনি মৃত্যু এড়াতে পারবেন। ২৩ কিন্তু এমন প্রশংসনীয় সিদ্ধান্ত নিয়ে যা তাঁর
বয়সের উপযোগী, যা তাঁর বৃদ্ধ বয়সের মর্যাদা ও সেইসঙ্গে তাঁর পাকা চুলেরও সম্মানের উপযোগী,
এমনকি ছেলেবেলা থেকে তাঁর অনিন্দ্য ব্যবহারের উপযোগী, এবং বিশেষভাবে ঈশ্বরেরই আদিষ্ট
পবিত্র বিধিনিয়মের উপযোগী, সেই অনুসারে তিনি উত্তর দিলেন, যেন তারা সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে
পাতালে পাঠায়; ২৪ তিনি বললেন, 'ভান করা আমাদের বয়সকে আদৌ মানায় না; পাছে অনেক
যুবক একথা ভাবে যে, এলেয়াজার নব্বই বছর বয়সে বিজাতীয়দের রীতিনীতি মেনে নিয়েছে, ২৫
ফলে এই ক্ষণিকের জীবনায়ুর খাতিরে আমার এই ভানের দরুন পাছে তারাও আমার কারণে
পথভ্রষ্ট হয় আর আমি আমার বৃদ্ধ বয়সকে অসম্মান ও কলঙ্কে চিহ্নিত করি। ২৬ কেননা যদিও এখন
মানুষের শাস্তি এড়াতে পারি, তবু জীবিত বা মৃত অবস্থায় কোন মতেই আমি সর্বশক্তিমানের হাত
এড়াতে পারব না। ২৭ সুতরাং, এখন বীরপুরুষ হয়েই এজীবন ত্যাগ করে আমি নিজেকে আমার
বয়সের যোগ্য বলে দেখাব; ২৮ এতে যুবকদের কাছে সুযোগ্যই একটা আদর্শ রেখে যাব, যেন পবিত্র
ও পূজনীয় বিধিনিয়মের জন্য তারাও তৎপরতা ও উৎসাহের সঙ্গে মৃত্যুর সম্মুখীন হতে পারে!'

একথা বলে তিনি তৎপরতার সঙ্গে পীড়নযন্ত্রের দিকে এগিয়ে চললেন। ২৯ যারা সেদিকে তাঁকে

টেনে নিচ্ছিল, তারা তাদের কিছুক্ষণ আগেকার ব্যবহার বিরোধিতায় পরিণত করল, কারণ তিনি যে কথা উচ্চারণ করেছিলেন, তাদের মতে সেই সব কথা উন্মাদনার নামান্তর। ৩০ কিন্তু তিনি আঘাতের পর আঘাত খেয়ে মরার সময়ে নিশ্বাস ফেলে একথা বললেন, 'পবিত্র জ্ঞান যাঁর অধিকার, সেই প্রভু ভালই জানেন যে, মৃত্যু এড়াতে পারলেও আমি কশাঘাতগ্রস্ত হয়ে দেহে তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করছি, তবু তাঁর ভয়ের খাতিরে আমি ইচ্ছুক হয়েই প্রাণে এইসব কিছু সহ্য করছি।'

৩১ তিনি এভাবেই প্রাণত্যাগ করলেন; এতে যুবকদের কাছে শুধু নয়, বেশির ভাগ লোকের কাছেও আপন মৃত্যুকে তৎপরতার দৃষ্টান্ত ও দৃঢ়তার স্মৃতি রূপে রেখে গেলেন।

সাত ভাইয়ের সাক্ষ্যমরণ

৭ সেসময় এমনটি ঘটল যে, সাত ভাই ও তাদের মাকে গ্রেপ্তার করা হল; বেত ও কশাঘাতের জোরে রাজা বিধানবিরুদ্ধ সেই শূকরের মাংস তাদের খেতে বাধ্য করতে চেষ্টা করলেন। ২ সকলের মুখপাত্র হয়ে তাদের একজন বলল, 'আমাদের কাছ থেকে আপনি কোন্ কথা বের করতে বা জানতে চেষ্টা করছেন? আমাদের পিতৃপুরুষদের বিধিনিয়ম লঙ্ঘন করার চেয়ে আমরা বরং মৃত্যুবরণ করতেই প্রস্তুত!' ৩ রাজা রুষ্ট হয়ে উঠে চাটু ও কড়াইতে আগুন ধরাতে হুকুম দিলেন। ৪ পাত্রগুলো গরমে লাল হয়ে উঠলেই রাজা হুকুম দিলেন, যেন তাদের মুখপাত্র হয়ে যে কথা বলেছিল, তার অন্যান্য ভাই ও তার মায়ের চোখের সামনে তার জিহ্বা কেটে ফেলা হয়, তার মাথার চামড়া উঠিয়ে দেওয়া হয়, ও তার হাত-পা কেটে ফেলা হয়। ৫ তেমন সম্পূর্ণ নিরুপায় অবস্থায় সে তখনও শ্বাস নিচ্ছিল, এমন সময় রাজা তাকে আগুনের কাছে নিয়ে গিয়ে তাতে জিয়ন্তই ঝলসে দিতে হুকুম দিলেন। চাটুর ধূম চারপাশে ছড়িয়ে পড়তে পড়তে অন্যান্য ভাইয়েরা ও তার মা বীরের মত মৃত্যুবরণ করতে পরস্পরকে উৎসাহ দিতে লাগল; তারা বলছিল, ৬ 'প্রভু ঈশ্বর লক্ষ করছেন, আর তিনি অবশ্যই আমাদের প্রতি সহবেদনশীল, যেমনটি মোশী তাঁর সেই গীতিকায় স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করলেন যে, তিনি তাঁর আপন দাসদের প্রতি করুণা দেখাবেন।'

৭ প্রথমজন এইভাবে ইহলোক ত্যাগ করলে পর তারা বিদ্রূপের মধ্যে দ্বিতীয়জনকে পীড়ন করার জন্য টেনে নিল, এবং তার মাথার চামড়া-সমেত চুল ছিঁড়ে ফেলে তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার শরীর অঙ্গে অঙ্গে নিপীড়িত হওয়ার আগে তুমি কি সেই মাংস খেতে রাজি?' ৮ মাতৃভাষায় উত্তর দিয়ে সে বলল, 'না!' তাই সেও প্রথমজনের সেই একই পীড়ন ভোগ করল। ৯ শেষ নিশ্বাস টানতে টানতে সে বলে উঠল, 'পাষণ্ড! আপনি বর্তমান জীবন থেকেই আমাদের মুছে দিতে পারেন বটে, কিন্তু আমরা তাঁর বিধিনিয়মের জন্য মৃত্যুবরণ করছি বলে, বিশ্বরাজ যিনি, তিনি নবীন ও অনন্ত জীবনেই আমাদের পুনরুত্থিত করে তুলবেন।'

১০ দ্বিতীয়জনের পর তৃতীয়জনকে পীড়ন করা হল; তাদের হুকুমে সে সঙ্গে সঙ্গেই জিহ্বা বের করে ও সাহসভরে হাত দু'টো বাড়িয়ে দিয়ে ১১ সসম্মানে বলল, 'স্বর্গ থেকেই এই অঙ্গগুলো পেয়েছি; তাঁর বিধিনিয়মের খাতিরে এগুলোর প্রতি আমার কোন চিন্তা নেই; আশা রাখি, তাঁর কাছ থেকে এগুলো আবার পাব!' ১২ পীড়ন এতই তুচ্ছ করতে পারে, যুবকটির এমন তেজ দেখে রাজা নিজে ও তাঁর পরিষদেরা সকলেই অবাক হলেন। ১৩ একেও মেরে ফেলে তারা একই পীড়ন দ্বারা চতুর্থজনকেও নিপীড়ন করতে লাগল। ১৪ মৃত্যুক্ষণ কাছে এলে সে বলল, 'মানুষের কারণে মৃত্যুবরণ করা উত্তম, যেন ঈশ্বরের কাছ থেকে এমন আশা পূরণের প্রতীক্ষা করতে পারি যে, তিনি আমাদের পুনরুত্থিত করবেন; কিন্তু আপনার পুনরুত্থান জীবনের উদ্দেশে পুনরুত্থান হবে না।' ১৫ তারপর পঞ্চমজনকে আনা হল, তাকেও তারা পীড়ন করতে লাগল; ১৬ কিন্তু রাজার দিকে তাকাতে তাকাতে সে বলল, 'মানুষদের উপরে আপনার অধিকার আছে, এবং নিজে মরণশীল হয়েও আপনি যাই খুশি

করতে পারেন; কিন্তু মনে করবেন না যে, আমাদের জনগণ ঈশ্বর দ্বারা পরিত্যক্ত হয়েছে। [১৭] আপনি
শুধু অপেক্ষা করুন, তবে নিজেই দেখতে পাবেন তাঁর প্রতাপের মহত্ত্ব আপনাকে ও আপনার
বংশধরদের কেমন পীড়ন করবে।' [১৮] এর পরে তারা ষষ্ঠজনকে নিল; মৃত্যুবরণ করতে করতে সে
বলল, 'নির্বোধের মত নিজেকে ভোলাবেন না; আমাদের ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করেছি বলে আমরা
আমাদের দোষের ফলেই এই সমস্ত যন্ত্রণা ভোগ করছি; আর সেজন্য আমাদের উপর তেমন
মারাত্মক দশা এসে পড়েছে। [১৯] কিন্তু ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামবার পর আপনি যে শাস্তি থেকে
রেহাই পাবেন, তা মনে করবেন না।'

[২০] কিন্তু তবু মায়েরই আচরণ বিশেষ প্রশংসা ও সম্মানপূর্ণ স্মৃতির যোগ্য, কেননা সাত সন্তান
সকলকেই একই দিনে মৃত্যুবরণ করতে দেখেও তিনি প্রভুর উপরে তাঁর সমস্ত আশার খাতিরে এই
সমস্ত কিছু সাহসভরে সহ্য করে নিলেন। [২১] উদার অনুপ্রেরণায় পরিপূর্ণা হয়ে ও আপন নারীসুলভ
কোমলতাকে পুরুষযোগ্য সাহস দিয়ে দৃঢ়তর করে তুলে তিনি মাতৃভাষায় সন্তানদের প্রত্যেকজনকে
এই কথা বলে উৎসাহ দিচ্ছিলেন, [২২] 'তোমরা কীভাবে আমার গর্ভে স্থান পেয়েছিলে, আমি তা জানি
না; আত্মা ও জীবন, তা আমি তোমাদের দিইনি, তোমাদের প্রত্যেকটা অঙ্গও আমি গড়িনি। [২৩]
সুতরাং আদিতে যিনি মানুষকে গড়লেন ও সবকিছুর উৎপত্তি নির্ধারণ করলেন, সেই বিশ্বস্রষ্টা তাঁর
দয়াগুণে তোমাদের পুনরায় আত্মা ও জীবন ফিরিয়ে দেবেন, কেননা তাঁর বিধিনিয়মের খাতিরে
তোমরা এখন নিজেদের কথা চিন্তা কর না।'

[২৪] আন্তিওখস মনে করছিলেন, নারীটি নাকি তাঁকে অবজ্ঞা করছেন, নারীর গলায় তিনি যেন
ঠাট্টার সুর ধরতে পারছেন; আর যেহেতু কনিষ্ঠজন তখনও বেঁচে ছিল, সেজন্য রাজা তাকে যুক্তি
দেখাচ্ছিলেন, আর শুধু কথা দিয়ে নয়, দিব্যি দিয়ে এমন প্রতিশ্রুতিও দিচ্ছিলেন যে, সে যদি তার
পিতৃপুরুষদের প্রথা ত্যাগ করে, তাহলে তিনি তাকে ধনবান করবেন, বড় সুখীও করবেন, এমনকি
তাকে তাঁর আপন বন্ধু-পদে উন্নীত করবেন ও তাকে কতগুলো সরকারী দায়িত্ব দেবেন। [২৫] ছেলেটি
তেমন কথায় আদৌ কান দিচ্ছিল না বিধায় রাজা তার মাকে ডেকে বারবার বললেন, তিনিই যেন
ছেলেটিকে সদুপদেশ দেন সে যেন নিজেকে বাঁচাতে পারে। [২৬] রাজা একথা বারবার বলার পর তিনি
সন্তানকে সদুপদেশ দিতে রাজি হলেন; [২৭] তখন তার দিকে ঝুঁকে তিনি নিষ্ঠুর সেই অত্যাচারীকে
ভুলিয়ে মাতৃভাষায় ছেলেটিকে বললেন, 'সন্তান, আমাকে দয়া কর! আমি তোমাকে ন'মাস ধরে
গর্ভে বহন করেছি, তিন বছর ধরে তোমাকে দুধ দিয়েছি, তোমাকে লালন-পালন করেছি, এই বয়স
পর্যন্ত তোমাকে চালনা করেছি, তোমার জন্য সবই ব্যবস্থা করেছি। [২৮] সন্তান, দোহাই তোমার!
আকাশ ও পৃথিবীর দিকে একবার চেয়ে দেখ, সেখানে যা কিছু রয়েছে, তা লক্ষ কর, আর একথা
জেনে নিও যে, ঈশ্বর এমন কোন কিছু থেকে সেইসব গড়েননি, যা আগে থেকেই ছিল; আর
মানবজাতির উৎপত্তিও সেইরূপ। [২৯] তুমি এই ঘাতকটাকে ভয় পেয়ো না; কিন্তু তোমার ভাইদের
যোগ্য ভাই বলে নিজেকে দেখিয়ে মৃত্যু গ্রহণ করে নাও, যেন দয়ার দিনে আমি তোমার ভাইদের
সঙ্গে তোমাকেও ফিরে পেতে পারি।'

[৩০] তিনি কথা বলা শেষ করছেন, এমন সময় যুবকটি বলল, 'তোমরা কিসের অপেক্ষায় আছ?
আমি তো রাজার আদেশ মেনে নিতে যাচ্ছি না, সেই বিধানেরই আদেশের প্রতি বরং বশ্যতা স্বীকার
করি, যা মোশীর মধ্য দিয়ে আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে দেওয়া হয়েছে। [৩১] কিন্তু আপনি, আপনি
যিনি হিব্রুদের সমস্ত অমঙ্গলের সাধক, আপনি তো ঈশ্বরের হাত এড়াতে পারবেন না। [৩২] আমরা
আমাদের পাপের জন্য যন্ত্রণাভোগ করছি; [৩৩] আর আমাদের শাস্তি ও সংশোধনের উদ্দেশ্যে যদিও
জীবনময় প্রভু ক্ষণিকের মত আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ, তবুও তিনি যথাসময় তাঁর এই দাসদের প্রতি
আবার মুখ তুলে চাইবেন। [৩৪] কিন্তু আপনি, হে ধূর্ত, সকল মানুষের মধ্যে আপনিই, হে সবচেয়ে

ভক্তিহীন, আপনি যে স্বর্গের সন্তানদের বিরুদ্ধে হাত বাড়াচ্ছেন, গুপ্ত যত আশা পোষণ করে নিজেকে
অযথা বড় করবেন না, [৩৫] কারণ সর্বদ্রষ্টা সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের বিচার থেকে এখনও রেহাই
পাননি। [৩৬] আমাদের ভাইয়েরা, ক্ষণিকের নিপীড়ন সহ্য করে অমর জীবনের উদ্দেশে ঈশ্বরের
সন্ধির জন্য মারা পড়েছে, কিন্তু ঈশ্বরের বিচারমঞ্চে আপনি আপনার স্পর্ধার যোগ্য শাস্তি ভোগ
করবেন। [৩৭] আমার ভাইয়েরা যেমন করেছে, তেমনি আমিও পিতৃপুরুষদের বিধিনিয়মের জন্য দেহ
ও প্রাণ উৎসর্গ করছি; এতে ঈশ্বরকে মিনতি জানাই, যেন তিনি তাঁর আপন জনগণের প্রতি শীঘ্রই
দয়া দেখান, আর তীব্র আঘাত ও দুর্বিপাকের মধ্যে যেন আপনাকে স্বীকার করতে হয় যে, একমাত্র
তিনিই ঈশ্বর, [৩৮] যাতে করে, আমাদের সমস্ত জাতির উপরে সর্বশক্তিমানের যে ক্রোধ ন্যায়সঙ্গত
ভাবেই নেমে পড়েছে, আমার ও আমার ভাইদের নিয়েই যেন সেই ক্রোধ ক্ষান্ত হয়ে পড়ে।'
[৩৯] রাজা, যিনি ইতিমধ্যে তেমন ঠাট্টা-তামাশার জন্য অধিক রুষ্ট হয়ে উঠেছিলেন, তিনি আরও
রেগে উঠে অন্যান্য ভাইদের চেয়ে এই ছেলেটির প্রতি আরও নিষ্ঠুরতা দেখালেন। [৪০] তাই এও
প্রভুতে সম্পূর্ণ ভরসা রেখে অকলুষিত অবস্থায় পরজীবনে পার হল। [৪১] সন্তানদের পরে মাও
অবশেষে মরলেন।
[৪২] কিন্তু আর নয়, যজ্ঞ সংক্রান্ত ভোজ এবং অচিন্তনীয় নিষ্ঠুরতা বিষয়ে এই বর্ণনা যথেষ্ট হোক।

মাকাবীয় যুদার বিপ্লব

৮ যুদা, যিনি মাকাবীয় বলেও পরিচিত, ও তাঁর সঙ্গীরা গ্রামে গ্রামে গোপনে গিয়ে তাঁদের স্বদেশীয়
লোকদের নিজ দলে সংগ্রহ করছিলেন; যারা ইহুদী ধর্মের প্রতি বিশ্বস্ত হয়ে থেকেছিল, তাদেরও
জড় করে তাঁরা অবশেষে প্রায় ছ'হাজার লোক সংগ্রহ করলেন। [২] তাঁরা প্রভুর কাছে মিনতি নিবেদন
করলেন, যেন তিনি সকলের পায়ে পদদলিত এই জনগণের দিকে দৃষ্টিপাত করেন, ভক্তিহীনদের
দ্বারা অপবিত্রীকৃত মন্দিরের প্রতি দয়া করেন, [৩] যে নগরী বিধ্বস্ত ও ভূমিসাৎ করা হচ্ছে, তার প্রতি
যেন করুণা দেখান, যে রক্ত তাঁর সাক্ষাতে চিৎকার করছে, সেই ঝরানো রক্তের চিৎকার যেন কান
পেতে শোনেন, [৪] নিরপরাধী শিশুদের নিষ্ঠুর সংহার ভুলে না যান, ও তাঁর নামের বিরুদ্ধে উচ্চারিত
ভক্তিহীন কথার বিষয়ে প্রতিশোধ নেন। [৫] নিজেকে দলপতি ক'রে মাকাবীয় এবার বিজাতীয়দের
কাছে অপরাজেয় হয়ে উঠলেন, কেননা প্রভুর ক্রোধ দয়ায় পরিণত হয়েছিল। [৬] যত শহর ও গ্রামের
উপরে হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে তিনি সেগুলিকে পুড়িয়ে দিতেন, সুবিধাজনক স্থান হস্তগত করতেন, ও
শত্রুদের উপরে বেশ ভারী আঘাত হানতেন; [৭] তেমন আক্রমণের জন্য উপযুক্ত সময় হিসাবে তিনি
সাধারণত রাত্রিই বেছে নিতেন। তাঁর বীর্যবত্তার খ্যাতি সর্বস্থানে ধ্বনিত ছিল।

নিকানোর ও গর্গিয়াসের রণ-অভিযান

[৮] যুদা এই ব্যাপারে উত্তরোত্তর উন্নতি সাধন করছেন ও সফলতা লাভে অবিরত এগিয়ে যাচ্ছেন
দেখে ফিলিপ সেলে-সিরিয়া ও ফিনিশিয়ার সামরিক শাসক তলেমির কাছে পত্র লিখে পাঠালেন,
যেন রাজ-সুবিধার উদ্দেশ্যে তাঁর কাছে সহকারী সৈন্যদল পাঠানো হয়। [৯] তলেমি পাত্রক্লসের সন্তান
নিকানোরকে—ইনি ছিলেন প্রধান রাজবন্ধুদের একজন—নিযুক্ত করলেন, এবং ইহুদী জাতিকে
নিঃশেষে উচ্ছেদ করার জন্য তাঁকে ইতস্তত না করেই আন্তর্জাতিক এক সৈন্যদলের অধিনায়ক
হিসাবে পাঠালেন; সৈন্যদলের সংখ্যা কমপক্ষে কুড়ি হাজার লোক; এবং নিকানোরের সহকারী
হিসাবে তিনি গর্গিয়াসকে নিযুক্ত করলেন: এই গর্গিয়াস ছিলেন পেশাদার সেনাপতি ও যুদ্ধক্ষেত্রে
সুদক্ষ যোদ্ধা। [১০] নিকানোর একটা প্রস্তাব উপস্থাপন করলেন, যা অনুসারে রোমীয়দের কাছে রাজার
পক্ষ থেকে যে রাজকর দেয় ছিল, সেই দু'হাজার তলন্ত ইহুদী যুদ্ধবন্দিকে বিক্রি করেই তোলা হবে।
[১১] এমনকি, ইতস্তত না করে তিনি সমুদ্রতীরের শহরগুলির কাছে আমন্ত্রণ-পত্র পাঠালেন, যেন তারা

এসে ইহুদী ক্রীতদাস কেনে: প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, এক মোহরের বিনিময়ে তিনি নব্বইজন বন্দি দেবেন; তিনি তো কল্পনা করতে পারছিলেন না যে, সর্বশক্তিমানের প্রতিফল তাঁর উপরে নেমে আসছিল।

১২ নিকানোরের রণ-অভিযানের খবর যুদার কাছে এলে তিনি শত্রুদের আগমনের বিষয়ে নিজের
লোকদের সতর্ক করলেন। ১৩ তাই যারা ভীরুব্যক্তি ও যত লোক ঈশ্বরের ন্যায়বিচারে আস্থা রাখত
না, তারা সেই সমস্ত জায়গা ছেড়ে পালিয়ে গেল। ১৪ অন্য কেউ তাদের বাকি সম্পদ বিক্রি করে
একই সময়ে প্রভুর কাছে প্রার্থনা করত, দুর্জন নিকানোর আক্রমণের আগেও যাদের বিক্রি করে
দিয়েছিলেন, প্রভু যেন তাদের নিস্তার করেন—১৫ যদিও তাদের নিজেদের খাতিরে নয়, কমপক্ষে
তাদের পিতৃপুরুষদের সঙ্গে সেই সন্ধির খাতিরে, আর তাঁর সেই গৌরবময় ও মহিমময় নামেরই
খাতিরে, যা তারা বহন করত।

১৬ মাকাবীয় নিজের লোক জড় ক'রে—তারা সংখ্যায় ছিল প্রায় ছ'হাজার যোদ্ধা—তাদের
উৎসাহ দিতেন, যেন শত্রুদের সামনে নিরাশ না হয়, তাদের বিরুদ্ধে অন্যায় ভাবে আসা সেই
বিজাতীয় লোকারণ্যের সামনেও যেন ভয়ে অভিভূত না হয়, তারা বরং যেন বীরপুরুষেরই মত
লড়াই করে; ১৭ তারা নিজেদের চোখের সামনে যেন সেই সমস্ত হিংসাত্মক কর্ম রাখে, যা সেই
বিজাতীয়েরা পবিত্র স্থানের বিরুদ্ধে ভক্তিহীনভাবে সাধন করল; নগরীর প্রতি ওরা কেমন
অপমানজনক ও অবজ্ঞাপূর্ণ ব্যবহার করল, এবং ঐতিহ্যগত জীবনাদর্শ কেমন বাতিল করল, এই
সমস্ত কথাও তারা যেন চোখের সামনে রাখে। ১৮ তিনি বললেন, 'এরা নিজেদের অস্ত্র ও দুঃসাহসের
উপরে ভরসা রাখুক, কিন্তু আমরা সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের উপরে ভরসা রাখি, যিনি, তাঁর বিরুদ্ধে
যারা এগিয়ে আসে, তাদের ও সেইসঙ্গে গোটা জগৎকেও এক চিহ্নেই নিপাত করতে সক্ষম।' ১৯
পিতৃপুরুষদের আমলে যত ঐশ হস্তক্ষেপ ঘটেছিল, তিনি তা তাদের মনে করিয়ে দিলেন, যথা:
সেন্নাখেরিবের সময়, যখন এক লক্ষ পঁচাশি হাজার লোক মারা পড়েছিল; ২০ আরও, বাবিলনের
সময়, যখন গালাতীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধকালে ইহুদীদের সংখ্যা কেবল আট হাজার যোদ্ধা ছিল, ও
তাদের সঙ্গে ছিল চার হাজার মাসিডনীয় যোদ্ধা, অথচ মাসিডনীয়েরা নিপাতিত হতে হতে সেই
আট হাজার যোদ্ধা স্বর্গ থেকে পাওয়া সহায়তা গুণে এক লক্ষ কুড়ি হাজার সৈন্যকে নিশ্চিহ্ন করল
এবং এর ফলে প্রচুর মালও লুট করে নিল।

২১ তেমন কথা বলে তিনি তাদের এতই উৎসাহিত করে তুললেন যে, তারা বিধিনিয়ম ও দেশের
জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হল; পরে তিনি সেনাবাহিনীকে চার ভাগে বিভক্ত করলেন: ২২ প্রতিটি
সৈন্যশ্রেণীর নেতা হিসাবে তিনি তাঁর আপন ভাই সেই সিমোন, যোসেফ ও যোনাথানকে নিযুক্ত
করলেন; এক একজনের অধীনে ছিল এক হাজার পাঁচজন যোদ্ধা; ২৩ তারপর তিনি এস্দ্রিয়াকে
পবিত্র পুস্তক পাঠ করে শোনাতে আজ্ঞা দিলেন, এবং "ঈশ্বর থেকেই সাহায্য" এই সাঙ্কেতিক
স্বরধ্বনি দিয়ে প্রথম সৈন্যশ্রেণীর মাথায় গিয়ে নিকানোরকে আক্রমণ করলেন। ২৪ সর্বশক্তিমান
তাদের মিত্র হওয়ায় তারা ন'হাজারের বেশিই শত্রুকে বধ করল, নিকানোরের বেশির ভাগ
সৈন্যদের আহত বা পঙ্গু করল, ও বাকি সকলকে পালাতে বাধ্য করল। ২৫ আর তাদের কেনার জন্য
যারা অগ্রিম টাকা দিয়েছিল, তাদের সেই টাকাও তাদের হাতে পড়ল। যথেষ্ট সময় শত্রুদের পিছনে
ধাওয়া করার পর তারা ফিরে গেল, কেননা আর বেশি সময় ছিল না; ২৬ বস্তুত সাব্বাতের
পূর্বসন্ধ্যাই ছিল, আর এই কারণে তারা শত্রু-ধাওয়াতে আর বেশি সময় দিতে পারল না। ২৭
শত্রুদের অস্ত্র কুড়িয়ে নিয়ে ও সমস্ত কিছু লুট করে নিয়ে তারা, যেহেতু সাব্বাৎ ছিল, সেজন্য আরও
গভীরভাবে সেই প্রভুকে ধন্য বলে তাঁর স্তুতিবাদ করল, যিনি ত্রাণকর্ম সাধন করেছিলেন এবং এই
দিনটিতে তাদের জন্য তাঁর দয়ার প্রথম শিশির-বিন্দু নিরূপণ করেছিলেন। ২৮ সাব্বাৎ অতিবাহিত

হলে পর তারা লুটের মালের একটা অংশ নির্যাতনে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের মধ্যে, এবং বিধবা ও এতিমদের মধ্যে ভাগ ভাগ করে দিল, এবং বাকিটুকু নিজেদের মধ্যে ও তাদের ছেলেদের মধ্যে বিতরণ করল। ২৯ একাজ সমাধা করে তারা দয়াবান প্রভুর কাছে সাধারণ প্রার্থনা নিবেদন করল, তাঁকে সনির্বন্ধ আবেদন জানাল, যেন তিনি তাঁর দাসদের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপেই পুনর্মিলিত হন।

তিমথি ও বাক্কিদেস পরাজিত

৩০ তারা তিমথি ও বাক্কিদেসের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করল, তাঁদের কুড়ি হাজারের বেশি সৈন্যদের মেরে ফেলল ও নানা উচ্চ গড় হস্তগত করল। সেই প্রচুর লুটের মাল তারা নিজেদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ ভাগ করল: এক ভাগ নিজেদের জন্য, ও অন্য ভাগ নির্যাতনে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের জন্য ও বিধবা ও এতিমদের জন্য রাখল; বৃদ্ধদের কথাও তারা মনে রাখল। ৩১ যত্নের সঙ্গে শত্রুদের অস্ত্রশস্ত্র কুড়িয়ে তারা সেই সমস্ত কিছু উপযুক্ত জায়গায় রেখে লুটের বাকি অংশ যেরুসালেমে নিয়ে গেল। ৩২ তারা তিমথির রক্ষীদলের উপজাতীয় নেতাকেও বধ করল; সে তো নিতান্ত ধূর্ত এক লোক ছিল, এবং ইহুদীদের সে বড় কষ্ট দিয়েছিল। ৩৩ যেরুসালেমে জয়লাভ উদ্‌যাপন করার সময়ে তারা তাদের পুড়িয়ে দিল, যারা পবিত্র তোরণদ্বারে আগুন দিয়েছিল; তাদের সঙ্গে সেই কাল্লিস্থেনেসকেও পুড়িয়ে দিল, যে ক্ষুদ্র একটা ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল: সে তার ভক্তিহীন কর্মের যোগ্য মজুরি পেল।

নিকানোরের পলায়ন ও স্বীকারোক্তি

৩৪ তিনগুণ অপকর্মা যে নিকানোর, যিনি ইহুদীদের বিক্রি করার জন্য এক হাজার ব্যবসায়ী আমন্ত্রণ করেছিলেন, ৩৫ তিনি, যাদের নগণ্য বলে জ্ঞান করেছিলেন, সেই লোকদেরই দ্বারা—ঈশ্বরের সাহায্যে—নিজেকে অবনমিত দেখে নিজের দীপ্তিময় পোশাক ত্যাগ করলেন, এবং পলাতক এক ক্রীতদাসের মত মাঠের মধ্য দিয়ে অসহায় অবস্থায় যেতে যেতে আন্তিওখিয়ায় সৌভাগ্য বশতই গিয়ে পৌঁছলেন—আসলে তাঁর সমস্ত সেনাবাহিনী বিনষ্ট হয়েছিল। ৩৬ এভাবে, যিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, যেরুসালেমে বন্দিদের বিক্রি করে সেই অর্থ দিয়ে রোমীয়দের জন্য রাজকর পূরণ করবেন, তিনি এখন স্বীকার করছিলেন যে, ইহুদীদের রক্ষাকর্তা একজন ছিলেন, এর ফলে ইহুদীরা অপরাজেয় ছিল, যেহেতু তারা সেই রক্ষাকর্তার আদিষ্ট বিধিনিয়ম পালন করছিল।

আন্তিওখস এপিফানেসের মৃত্যু

৯ প্রায় একই সময়ে আন্তিওখস পারস্যের অঞ্চলগুলি থেকে লজ্জাকর ভাবে ফিরে আসছিলেন। ২ তিনি পের্সেপলিস নামে শহরে প্রবেশ করে এমন মতলব এঁটেছিলেন যে, মন্দিরের সমস্ত কিছু অপহরণ করবেন ও শহর হস্তগত করবেন; কিন্তু শহরবাসীরা সকলে মিলে নিজেদের বাঁচাবার জন্য অস্ত্র ধারণ করল, এবং এর ফলে শহরবাসীদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে আন্তিওখস অবমানিত হয়ে পিছটান দিতে বাধ্য হলেন। ৩ এক্‌বাতানায় এসে পৌঁছে তিনি নিকানোর ও তিমথির দশার কথা জানতে পারলেন। ৪ ভীষণ রোষে জ্বলে উঠে তিনি মনস্থ করলেন, যারা তাঁকে পালাতে বাধ্য করেছিল, তাদের দ্বারা ঘটিত পরাজয়ের কলঙ্কের জন্য ইহুদীদেরই উপরে নিজের আক্রোশ ঝেড়ে দেবেন; তাই রথ-চালককে ঘোড়াগুলিকে কখনও না থামিয়ে গন্তব্য স্থান পর্যন্ত চালাতে হুকুম দিলেন; কিন্তু স্বর্গের রায় ইতিমধ্যে তাঁর উপর ঝুলছিল! নিজের অহঙ্কারে তিনি একথা বলেছিলেন, 'সেখানে এসে পৌঁছামাত্র আমি যেরুসালেমকে ইহুদীদের কবরস্থান করব!' ৫ কিন্তু যিনি সমস্ত কিছু দেখেন, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর সেই প্রভু তাঁকে নিরাময়ের অতীত ও অদৃশ্য এক ঘায়ে আঘাত করলেন। বস্তুত আন্তিওখস সেই কথা বলতে না বলতেই নাড়িভুঁড়িতে অসহ্য ব্যথায় ও পেটে ভীষণ

যন্ত্রণায় আক্রান্ত হলেন; ৬ আর তেমন কিছু সত্যিই তাঁরই যোগ্য মজুরি, যিনি নানা বর্বর ব্যথাজনক
যন্ত্র দ্বারা পরের নাড়িভুঁড়ি যন্ত্রণাভুক্ত করেছিলেন। ৭ তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর আস্ফালনে মোটেই ক্ষান্ত
হচ্ছিলেন না, বরং তখনও অহঙ্কারে পূর্ণ হয়ে নিজের ক্ষোভের আগুন নিশ্বাসে নিশ্বাসে ইহুদীদের
উপর ছড়াচ্ছিলেন এবং দৌড় আরও দ্রুত করার হুকুম দিচ্ছিলেন, এমন সময়ে রথ হঠাৎ এক পাশে
গড়িয়ে পড়লে তিনি রথ থেকে পড়ে গেলেন, আর তেমন পতনের ফলে সর্বাঙ্গে ক্ষতবিক্ষত হলেন।
৮ যিনি কিছুক্ষণ আগে নিজের অতিমানবিক দর্পের মাথায় মনে করেছিলেন, সমুদ্রের তরঙ্গকেও
আজ্ঞা দেবেন ও পর্বতচূড়া দাঁড়িপাল্লায় ওজন করবেন, এখন ভূপাতিত অবস্থায় তাঁকে দোলে করেই
বহন করা দরকার হল: এতে ঈশ্বরের পরাক্রম সকলেরই কাছে প্রকাশ্য, ৯ কেননা সেই দুর্জনের
চোখ কীটে এতই ভরে গেল, আর তিনি জীবিত থাকতেও তাঁর মাংস তীব্র যন্ত্রণা ও ব্যথার মধ্যে
টুকরো টুকরো হয়ে এমনভাবে পড়ে যাচ্ছিল যে, তাঁর গায়ের দুর্গন্ধে ও পচা অবস্থায় গোটা
সৈন্যদলের অসুখ হল। ১০ যিনি কিছুক্ষণ আগে মনে করেছিলেন, আকাশের জ্যোতিষ্করাজি স্পর্শ
করছেন, তাঁর অসহ্য দুর্গন্ধে এখন কেউই তাঁকে বহন করতে এগিয়ে আসতে পারছিল না।

১১ তখন, অবশেষে, তাঁর সেই শোচনীয় অবস্থায় আন্তিওখস তাঁর অতিরিক্ত অহঙ্কার খর্ব করতে,
ও ঐশ কশাঘাতের ফলে প্রকৃত সচেতনতার দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন—তবু এর মধ্যেও তীব্র
যন্ত্রণায় আক্রান্ত ছিলেন। ১২ নিজে নিজের দুর্গন্ধ আর সহ্য করতে না পেরে তিনি বললেন, 'ঈশ্বরের
কাছে নিজেকে বশীভূত করা ন্যায্য: মরণশীল কোন মানুষের পক্ষে নিজেকে ঈশ্বরের সমতুল্য বলে
গণ্য করা ঠিক নয়!' ১৩ তাঁর প্রতি যিনি এখন আর দয়া দেখাবেন না, সেই দুর্জন সেই প্রভুর কাছে
প্রার্থনা করতে লাগলেন; তিনি নাকি একথা বলছিলেন যে, ১৪ একটু আগে যা ভূমিসাৎ করার জন্য
ও কবরস্থানে পরিণত করার জন্য সেদিকে ছুটে যাচ্ছিলেন, সেই পবিত্র নগরীকে মুক্ত বলে ঘোষণা
করবেন; ১৫ আগে সমাধির অযোগ্য মনে ক'রে শিশুদের সমেত যাদের বন্যজন্তুদের খাদ্যরূপে
ফেলে দেবেন বলে স্থির করেছিলেন, সেই সকল ইহুদীদের এথেন্স-অধিবাসীদের সমান করবেন; ১৬
আগে যা লুট করেছিলেন, সেই পবিত্র মন্দিরকে অপরূপ উপহার দানে অলঙ্কৃত করবেন, পবিত্র
পাত্রগুলিকে অধিক পরিমাণেই ফিরিয়ে দেবেন, এবং নিজ রাজকর দ্বারা যজ্ঞ সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ
বহন করবেন; ১৭ এমনকি, নিজেই ইহুদী হবেন, এবং ঈশ্বরের প্রতাপের কথা প্রচার করার জন্য
যত লোকালয়ে ঘুরে বেড়াবেন।

ইহুদীদের কাছে আন্তিওখসের পত্র

১৮ কিন্তু নিজের যন্ত্রণায় কোন বিরাম না পাওয়ায়—বস্তুত তাঁর উপরে ঈশ্বরের ন্যায়বিচার এসে
গেছিল!—তিনি নিজের বিষয়ে আর কোন আশা না রেখে ইহুদীদের কাছে নিম্নলিখিত পত্র লিখে
পাঠালেন: পত্রটি মিনতি-ভঙ্গি অনুসারে লেখা, আর তার বাণী এই:

১৯ 'উৎকৃষ্ট ইহুদীদের কাছে, সেই নাগরিকদেরই কাছে, রাজা ও সেনানায়ক আন্তিওখস তাদের
সুস্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি কামনা করে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। ২০ তোমরা ও তোমাদের ছেলেরা সকলে যদি
ভাল থাক এবং তোমাদের সমস্ত কিছু তোমাদের ইচ্ছা অনুসারে চলে, তবে আমরা স্বর্গের কাছে
গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। ২১ তোমাদের সম্মান ও মঙ্গলময়তার কথা আমি স্মরণ করি।

পারস্যের প্রদেশগুলি থেকে ফিরে এসে অসহ্য পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়েছি বলে আমি সকলের
নিরাপত্তার বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা প্রয়োজন মনে করলাম। ২২ আমি যে আমার অবস্থার বিষয়ে
হতাশ হয়েছি এমন নয়, বস্তুত আমি বড় আশা পোষণ করছি, এই পীড়া থেকে রেহাই পাব, ২৩ কিন্তু
তবুও একথা ভেবে যে, আমার পিতাও উত্তর প্রদেশগুলিতে রণ-অভিযান চালাবার সময়ে সবসময়
রাজ্যভারে উত্তরাধিকারী ব্যক্তি ইঙ্গিত করতেন ২৪ যাতে করে, অপ্রত্যাশিত কোন কিছু ঘটলে কিংবা

ভারী অসুবিধার জনরব রটিয়ে পড়লে, দেশনিবাসীরা জানতে পারত রাজ্যভার কার হাতে আছে
এবং এর ফলে যেন উদ্বিগ্ন না হয়; [২৫] এবং এ কথা ছাড়া এই বিষয়েও সচেতন হয়ে যে, নিকটবর্তী
নৃপতিরা ও আমাদের রাজ্য-সীমানার প্রতিবেশীরা আসল সুযোগের চেষ্টায় আছে ও কী কী ঘটছে
তা দেখবার অপেক্ষায় আছে, সেজন্য আমি রাজারূপে আমার ছেলে আন্তিওখসকে মনোনীত
করেছি, যাঁকে আমি, উত্তর প্রদেশগুলিতে আগেকার যাত্রা করার সময়েও তোমাদের অনেকের হাতে
বারবার ন্যস্ত করেছিলাম ও তোমাদের দায়িত্বে রেখে গেছিলাম। তাঁর কাছে আমার পত্রের অনুলিপি
এই পত্রের সঙ্গে সংলগ্ন রয়েছে। [২৬] সুতরাং আমি তোমাদের কাছে মিনতি ও সনির্বন্ধ আবেদন
জানাই: আমার কাছ থেকে প্রকাশ্য ও ব্যক্তিগত যত উপকার পেয়েছ, তা স্মরণ করে তোমরা
প্রত্যেকে আমার প্রতি ও আমার ছেলের প্রতি যে সদিচ্ছার মনোভাব পোষণ করছ, সেই মনোভাব
পোষণে অবিচল থাক। [২৭] আস্থা রাখি, আমার নির্দেশমত তিনি তোমাদের প্রতি ন্যায্যতা ও মানবতা
বজায় রেখে সদ্ব্যবহার করবেন।'

[২৮] এইভাবে এই নরঘাতক ও ঈশ্বরনিন্দুক, পরকে যেমন নিষ্ঠুর যন্ত্রণা ভোগ করিয়েছিলেন নিজেই
তেমন যন্ত্রণা ভোগ ক'রে, বিদেশী মাটির বুকে, পার্বত্য এলাকায়, ও শোচনীয় অবস্থায় নিজের
জীবনের শেষ নাগালে পৌঁছলেন। [২৯] ফিলিপ, যিনি তাঁর সঙ্গে মানুষ হয়েছিলেন, তাঁর মৃতদেহ বহন
করার ভার নিলেন; পরে আন্তিওখসের সন্তানের ভয়ে ফিলোমেতোর তলেমির কাছে মিশরে চলে
গেলেন।

মন্দির শুচীকরণ

১০ মাকাবীয় ও তাঁর লোকেরা প্রভু দ্বারা চালিত হয়ে মন্দির ও নগরীর সংস্কার করলেন, [২] এবং
বিদেশীরা বাজারে যে যে যজ্ঞবেদি গেঁথেছিল, সেগুলো, আর সেইসঙ্গে যত দেবালয়ও নামিয়ে
দিলেন। [৩] তারা সকলে পবিত্রধাম শুচি করল ও অন্য একটা যজ্ঞবেদি গেঁথে তুলল; পরে চকমকি
পাথর দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে সেই আগুন ব্যবহার ক'রে তারা বলি উৎসর্গ করল—দু'বছর
ব্যবধানের পর এই প্রথম যজ্ঞ!—ধূপদাহ করল, প্রদীপগুলি জ্বালাল ও ভোগ-রুটি সাজাল। [৪]
একাজ সমাধা করে তারা প্রণিপাত করে প্রভুকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করল, যেন তিনি তেমন অমঙ্গলে
তাদের পতিত হতে না দেন, কিন্তু তারা আবার পাপ করলে তিনি যেন প্রসন্নতার সঙ্গেই তাদের
সংশোধন করেন এবং ভক্তিহীন ও বর্বর জাতিগুলির হাতে তুলে না দেন। [৫] মন্দির-শুচীকরণ সেই
একই দিনে অনুষ্ঠিত হল, যে দিনে বিদেশীরা তা কলুষিত করেছিল, অর্থাৎ একই মাসের, কিস্লেভ
মাসের পঞ্চবিংশ দিনে। [৬] তারা আনন্দের সঙ্গে আট দিন উদ্‌যাপন করল—যেইভাবে পর্ণকুটির-পর্ব
উদ্‌যাপিত হয়; তারা একথা স্মরণ করছিল, অল্পকাল আগে পর্ণকুটির-পর্ব উপলক্ষে তারা পর্বতে
পর্বতে ও গুহায় গুহায় বন্যজন্তুর মত কেমন জীবন যাপন করেছিল। [৭] পরে তির্সাস-লাঠি, পল্লবিত
শাখা ও খেজুরপাতা হাতে করে তাঁর উদ্দেশে বন্দনা নিবেদন করল, যিনি নিজের পবিত্র
স্থান-শুচীকরণ সাফল্যমণ্ডিত করেছিলেন। [৮] উপরন্তু তারা প্রকাশ্য বিধি ও সাধারণ সম্মতি দ্বারা এই
সিদ্ধান্ত নিল যে, গোটা ইহুদী জনগণ প্রতি বছর এই সকল দিন উদ্‌যাপন করবে।

৫ম আন্তিওখসের রাজত্বকালের প্রথম পর্ব

[৯] তেমনটি হল এপিফানেস বলে অভিহিত আন্তিওখসের মৃত্যু সংক্রান্ত ঘটনাবলি। [১০] এখন
আমরা সেই ভক্তিহীনের ছেলে এউপাতোর আন্তিওখসের ইতিকথা ব্যক্ত করব, এবং সেকালের
যুদ্ধ-সংগ্রামের নানা অশুভ ফল সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণনা করব। [১১] রাজপদ গ্রহণ করে ইনি
রাজ-বিষয়ের পরিচালনায় প্রধান বলে কে যেন একজন লিসিয়াসকে নিযুক্ত করলেন, যিনি ছিলেন
সেলে-সিরিয়া ও ফিনিশিয়ার প্রধান সামরিক শাসক। [১২] অপরদিকে, মাক্রন বলে অভিহিত তলেমি,

যিনি ইহুদীদের প্রথম ন্যায়বান শাসক, তিনি, তাদের প্রতি পূর্ববর্তীকালে সাধিত অন্যায়কর্মের কারণে তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে সচেষ্ট ছিলেন, [১৩] আর এই কারণে রাজবন্ধুরা এউপাতোরের কাছে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলে তিনি বারবার শুনতেন যে, তাঁকে বিশ্বাসঘাতক বলে সম্বোধন করা হয়, কারণ তিনি নাকি সাইপ্রাসকে ত্যাগ করেছিলেন, যা তাঁর হাতে ফিলোমেতোর দ্বারা ন্যস্ত করা হয়েছিল, আরও, তিনি এপিফানেস আন্তিওখসের পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন; আরও, তিনি তাঁর পদমর্যাদা সম্মানের সঙ্গে পালন করেননি—এই সমস্ত কারণে তিনি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করলেন।

গর্গিয়াস ও ইদুমীয় গড়

[১৪] গর্গিয়াস এবার অঞ্চলের সামরিক শাসক হলেন: তিনি বেতন-ভিত্তিতে সংগ্রহ করা এক সৈন্যদল রাখতেন ও ইহুদীদের বিরুদ্ধে অবিরত যুদ্ধ-অবস্থায় থাকতেন। [১৫] একইসময়ে ইদুমীয়েরাও, যারা নানা গুরুত্বপূর্ণ গড়ের উপরে কর্তৃত্ব রাখছিল, ইহুদীদের বিরুদ্ধে লড়াই-সংগ্রাম করছিল, এবং যেরুসালেম থেকে আসা যত অপকর্মাকে আশ্রয় দিয়ে যুদ্ধ-অবস্থা বজায় রাখতে চেষ্টা করছিল। [১৬] মাকাবীয়ের লোকেরা প্রার্থনা নিবেদন করে ও ঈশ্বরকে মিনতি জানিয়ে, যেন তিনি তাদেরই মিত্র হন, ইদুমীয়দের গড়গুলির বিরুদ্ধে অভিযান চালাল, [১৭] এবং তেজের সঙ্গে সেগুলি আক্রমণ করে সেই সুবিধাজনক স্থানগুলি দখল করল, প্রাচীরের উপরে যারা লড়াই করছিল, তাদের প্রতিরোধ করল, এবং যত লোক তাদের হাতে পড়ল তাদের সকলকে বধ করল: তারা না হলেও কমপক্ষে কুড়ি হাজার লোক মেরে ফেলল। [১৮] কিন্তু তবুও কমপক্ষে ন'হাজার লোক দু'টো দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নিল যা অত্যন্ত দৃঢ় এবং অবরোধে দাঁড়াবার মত প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছুতে পূর্ণ। [১৯] তখন সিমোনকে, যোসেফকে, জাখেয়কে ও অবরোধের জন্য যথেষ্ট সৈন্যকে সেখানে রেখে মাকাবীয় এমন অন্য এলাকার দিকে রওনা হলেন, যেখানে তাঁর পক্ষে মনোযোগ রাখা খুবই দরকার ছিল। [২০] কিন্তু সিমোনের লোকেরা অর্থের প্রতি লোভী হওয়ায় গড়ের মধ্যের কয়েকটা লোক দ্বারা উৎকোচ গ্রহণ করতে প্ররোচিত হল, এবং তাদের কাছ থেকে সত্তর হাজার দ্রাক্মা গ্রহণ করে নিয়ে তাদের কয়েকজনকে পালাতে দিল। [২১] ব্যাপারটা মাকাবীয়কে জানানো হলে তিনি সমাজনেতাদের সংগ্রহ করে তাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনলেন যে, শত্রুদের মুক্ত করে দেওয়ায় তারা অর্থের বিনিময়ে তাদের নিজেদের ভাইদেরই বিক্রি করেছে। [২২] তাদের বিশ্বাসঘাতক বলে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করার পর তিনি ইতস্তত না করে দুর্গ দু'টো আক্রমণ করতে বসলেন। [২৩] তাঁর শুরু করা সমস্ত কর্মকাণ্ডে অস্ত্রের জোরে কৃতকার্য তিনি এই দু'টো দুর্গে কুড়ি হাজারের বেশি লোক মেরে ফেললেন।

যুদা দ্বারা তিমথি পরাজিত ও গেজের শহর হস্তগত

[২৪] তিমথি, যিনি পূর্ববর্তীকালে ইহুদীদের হাতে হার মেনেছিলেন, এবার তিনি বেতন-ভিত্তিতে বিরাট এক সৈন্যদল গঠন করলেন, এবং এশিয়া থেকে এমন অশ্বারোহী দল সংগ্রহ করে যার সংখ্যা তত কম ছিল না, অস্ত্রের জোরে যুদেয়াকে বশীভূত করার অভিপ্রায়ে এগিয়ে আসতে লাগলেন। [২৫] তিনি কাছে কাছে আসছেন বিধায় মাকাবীয় ও তাঁর লোকেরা মাথায় ধুলা ছড়িয়ে ও বুকের নিচে চটের কাপড় পরে ঈশ্বরের কাছে মিনতি জানাতে লাগলেন, [২৬] বেদির সামনে প্রণিপাত করে তাঁকে অনুরোধ করলেন যেন তিনি তাদের প্রতি প্রসন্ন হন, শত্রুদের কাছে নিজেকে শত্রু বলে, ও বিপক্ষদের কাছে বিপক্ষ বলে দেখান—যেমনটি বিধান স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করে। [২৭] প্রার্থনা শেষে তারা অস্ত্র ধারণ করল এবং নগরীর বাইরে যথেষ্ট দূরে যেতে লাগল; তখনই থামল, যখন শত্রুদের কাছাকাছি এসে পৌঁছল। [২৮] ভোরের প্রথম আলোয় দুই পক্ষের সংগ্রাম শুরু হল: নিজের সাফল্য ও জয়ের জামিনরূপে এক পক্ষের কেবল নিজের বীর্যবত্তা নয়, প্রভুতে আস্থাও ছিল, অপর

পক্ষ নিজেদের সাহসকেই করছিল যুদ্ধে তাদের প্রধান অবলম্বন। [২৯] সংগ্রাম তীব্রতম অবস্থায় এলে
শত্রুরা দেখতে পেল, স্বর্গ থেকে আবির্ভূত হচ্ছেন পাঁচজন দীপ্তিময় পুরুষ যাঁরা সোনার বল্গায় যুক্ত
ঘোড়ায় চড়ছিলেন এবং ইহুদীদের চালিত করছিলেন; [৩০] মাকাবীয়ের চারপাশে স্থান নিয়ে ও
নিজেদের বর্মে তাঁকে সামলিয়ে তাঁরা তাঁকে অপরাজেয় করছিলেন; কিন্তু বিপক্ষদের বিরুদ্ধে তীর
ও বিদ্যুৎ-ঝলক ছুড়ছিলেন যে পর্যন্ত শত্রুরা অন্ধ ও বিহ্বল হয়ে এলোমেলো ভাবে এদিক ওদিক
ছড়িয়ে পড়ল। [৩১] কুড়ি হাজার পাঁচশ'জন পদাতিক ও ছ'শোজন অশ্বারোহী মারা পড়ল। [৩২] তিমথি
নিজে গেজের নামে সুরক্ষিত গড়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন; সেখানে খেরেয়াস অধিনায়ক ছিল। [৩৩]
মাকাবীয়ের সৈন্যেরা চার দিন ধরে উৎসাহের সঙ্গে গড়কে অবরোধ করল, [৩৪] আর ইতিমধ্যে যারা
অবরুদ্ধ ছিল, তারা জায়গাটার নিরাপত্তায় আস্থা রেখে ভয়ঙ্কর ঈশ্বরনিন্দাজনক কথা ও ভক্তিহীন
কটুবাক্য তাদের দিকে ছুড়ছিল। [৩৫] পঞ্চম দিনের প্রথম আলোয় মাকাবীয়ের কুড়িজন যুবক সেই
ঈশ্বরনিন্দাজনক কথায় সংক্ষুব্ধ হয়ে উঠে সাহসের সঙ্গে প্রাচীরের বিরুদ্ধে হামলা চালিয়ে তাদের
হাতে যে কেউ পড়ল তাদের সকলকে হিংস্রতার সঙ্গে টুকরো টুকরো করল। [৩৬] অন্য কেউ পিছন
থেকে প্রবল হামলা চালিয়ে উচ্চ গড়গুলি দাহ করল, এবং আগুন জ্বালিয়ে সেই ঈশ্বরনিন্দুক
সকলকে জিয়ন্তই পুড়িয়ে দিল; এর মধ্যে সেই প্রথম দল নগরদ্বার খুলে দিয়ে অন্য সৈন্যদের
শহরের ভিতরে আসবার সুযোগ দিল আর তাদের আগে আগে শহরকে দখল করল। [৩৭] তিমথি
একটা গর্তের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন, কিন্তু তারা তাঁকে, তাঁর ভাই খেরেয়াস ও আপোল্লফানেসকে
বধ করল। [৩৮] লড়াই শেষে তারা বন্দনাগান ও ধন্যবাদগীতি গেয়ে সেই প্রভুকে ধন্য বলল, যিনি
ইস্রায়েলকে এত কৃপা দেখিয়েছিলেন ও তাদের বিজয়ভূষিত করেছিলেন।

লিসিয়াসের প্রথম রণ-অভিযান

১১ এই ঘটনার পর পরেই লিসিয়াস, যিনি রাজার অভিভাবক ও আত্মীয় ছিলেন এবং রাজ-বিষয়ে
দায়িত্বপ্রাপ্ত মানুষ ছিলেন, এই সমস্ত ঘটনার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে, [২] প্রায় আশি হাজার পদাতিক সৈন্য ও
তাঁর সমস্ত অশ্বারোহী বাহিনী জড় করে ইহুদীদের বিরুদ্ধে এগিয়ে গেলেন; তাঁর অভিপ্রায়: তিনি
নগরীকে গ্রীকদের বাসস্থান করবেন, [৩] বিজাতীয়দের অন্যান্য উপাসনা-গৃহের মত মন্দিরের কাছ
থেকেও রাজকর আদায় করবেন, এবং মহাযাজকত্ব-পদকে বাৎসরিক বিক্রয়ের বস্তু করবেন। [৪]
তিনি তো ঈশ্বরের প্রতাপের কথায় কোন মতেই মূল্য দিচ্ছিলেন না, কিন্তু হাজার হাজার পদাতিক,
হাজার হাজার ঘোড়া ও আশিটা হাতির প্রতাপেই ভর করছিলেন।

[৫] যুদেয়াতে প্রবেশ করে ও বেথ্-জুরের কাছে এগিয়ে এসে—এই বেথ্-জুর ছিল যেরুসালেম
থেকে প্রায় ত্রিশ কিলোমিটার দূরবর্তী সুরক্ষিত একটা স্থান—তিনি তা অবরোধ করলেন। [৬] যখন
মাকাবীয়ের লোকেরা জানতে পারল যে, লিসিয়াস নানা গড় অবরোধ করছেন, তখন হাহাকার ও
চোখের জলের মধ্যে তারা ও গোটা জনগণ প্রভুকে মিনতি জানাল, যেন তিনি ইস্রায়েলকে ত্রাণ
করতে তাঁর মঙ্গলকর এক দূত পাঠান। [৭] মাকাবীয় নিজে সকলের আগে অস্ত্র কোমরে বেঁধে তাদের
ভাইদের সাহায্যে যাবার জন্য নিজের সঙ্গে বিপদের সম্মুখীন হতে অন্য সকলকে আহ্বান করলেন।
[৮] তারা তখনও যেরুসালেমের কাছে আছেন, এমন সময়ে তাদের সামনে অগ্রনায়করূপে ঘোড়ার
পিঠে বসা সাদা পোশাক-পরিবৃত এক অশ্বারোহী দেখা দিলেন: তিনি সোনার অস্ত্র নাড়াচ্ছিলেন। [৯]
তারা সকলে মিলে দয়াবান ঈশ্বরকে ধন্য বলল, এবং হৃদয়ে এমন উৎসাহ অনুভব করল যে,
মানুষকে শুধু নয়, হিংস্রতম বন্যজন্তুকে ও লোহার প্রাচীরকেও আক্রমণ করতে প্রস্তুত। [১০] তারা
যুদ্ধের জন্য শ্রেণীভুক্ত হয়ে এগিয়ে চলছিল, আর তাদের সঙ্গে স্বর্গ থেকে আসা এক মিত্র ছিলেন,
কেননা প্রভু তাদের প্রতি দয়া দেখিয়েছিলেন। [১১] শত্রুদের উপরে সিংহেরই মত ঝাঁপিয়ে পড়ে তারা

এগারো হাজার পদাতিক ও এক হাজার ছ'শো অশ্বারোহীকে ভূপাতিত করল, বাকি সকলকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করল। ১২ বেশির ভাগ পলাতকেরা আহত ও অস্ত্রবিহীন অবস্থায় নিজেদের বাঁচাতে পারল; লিসিয়াস নিজে লজ্জাকর পলায়ন দ্বারাই রেহাই পেলেন।

ইহুদীদের সঙ্গে শান্তি স্থাপন

১৩ কিন্তু লিসিয়াস আদৌ কম বুদ্ধির মানুষ ছিলেন না; যে পরাজয় এইমাত্র ভোগ করেছিলেন যখন তিনি সেই সম্বন্ধে চিন্তা করলেন, তখন বুঝতে পারলেন যে, হিব্রুরা অপরাজেয় ছিল কারণ শক্তিশালী ঈশ্বর নিজে তাদের হয়ে যুদ্ধ করছিলেন। তাই তিনি, ১৪ সব বিষয়েই যুক্তিসম্মত শর্ত গ্রহণ করার জন্য তাদের কাছে প্রস্তাব উপস্থাপন করতে লোক পাঠালেন, এবং প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, তিনি নিজে চাপ দেবেন যেন রাজা তাদের বন্ধু হন। ১৫ মাকাবীয় সাধারণ কল্যাণের কথা ভেবে লিসিয়াসের সমস্ত প্রস্তাবিত বিষয়ে সম্মতি জানালেন, আর আসলে মাকাবীয় ইহুদীদের সম্বন্ধে যা কিছু লিসিয়াসের কাছে লিখিত আকারে উপস্থাপন করেছিলেন, রাজা সেই সমস্ত বিষয় মেনে নিলেন।

১৬ ইহুদীদের কাছে লিসিয়াস যে পত্র লিখে পাঠালেন, তার বাণী এই:

'আমি, লিসিয়াস, ইহুদীদের সমীপে: শুভেচ্ছা! ১৭ আপনাদের দ্বারা প্রেরিত হয়ে যোহন ও আব্শালোম নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত আমাদের হাতে তুলে দিলেন, এবং তাতে উল্লিখিত বিষয়ে সম্মতি চাইলেন। ১৮ রাজাকে যা জানানো প্রয়োজন ছিল, আমি তা জানালাম, আর যা কিছু গ্রহণযোগ্য ছিল, তা তিনি মঞ্জুর করলেন। ১৯ সুতরাং রাজ্যের সুবিধার লক্ষ্যে আপনারা যদি সদিচ্ছা বজায় রাখেন, আমি পরবর্তীকালেও আপনাদের কল্যাণের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করব। ২০ সূক্ষ্ম বিষয়গুলি সম্বন্ধে আমি আপনাদের দু'জন প্রতিনিধিকে ও আমার প্রতিনিধিদের নির্দেশ দিলাম, তাঁরা যেন আপনাদের সঙ্গে সেই ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করেন। ২১ আপনাদের সমৃদ্ধি হোক। একশ' আটচল্লিশ সালের দিওস্করস মাস, মাসের চতুর্বিংশ দিন।'

২২ রাজার পত্রের বাণী এই:

'আমি, আন্তিওখস রাজা, ভাই লিসিয়াসের সমীপে: শুভেচ্ছা! ২৩ আমাদের পিতা দেবতাদের মধ্যে অতীত হলেন, আমাদের ইচ্ছাই, যেন রাজ্যে নাগরিক সকলে নিরাপত্তার সঙ্গে তাদের নিজ নিজ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হতে পারে। ২৪ আমরা সচেতন আছি যে, ইহুদীরা আমাদের পিতার পরিকল্পিত সেই গ্রীক জীবনাদর্শ মেনে নিতে সম্মত নয়, কিন্তু তাদের নিজেদেরই জীবনাদর্শে আসক্ত হয়ে নিজেদের বিধিনিয়ম অনুসরণ করার সম্মতি যাচনা করছে। ২৫ আমাদের পক্ষ থেকে, যেহেতু আমাদেরও ইচ্ছা যে, এই জনগণও যে কোন উদ্বেগ থেকে মুক্ত থাকবে, সেজন্য এই আজ্ঞা জারি করছি, তথা: তাদের মন্দির তাদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হোক, এবং তারা তাদের পিতৃপুরুষদের রীতিনীতি অনুসারে তাদের সমস্ত ব্যাপার চালিয়ে যাক। ২৬ অতএব আপনার উচিত, দূত পাঠিয়ে তাদের কাছে ডান হাত প্রসারিত করা, যেন আমাদের সিদ্ধান্ত অবগত হয়ে তারা আস্থা রাখে ও মনের আনন্দে নিজেদের সমস্ত বিষয়ে প্রবৃত্ত থাকে।'

২৭ জনগণের কাছে রাজার পত্রের বাণী এই:

'আমি, আন্তিওখস রাজা, ইহুদী প্রবীণসভার সমীপে ও অন্য সকল ইহুদীর সমীপে: শুভেচ্ছা! ২৮ তোমরা ভাল থাকলে, তবে আমাদের ইচ্ছাও পূর্ণ; আমরা নিজেরাই ভাল আছি। ২৯ মেনেলাওস আমাদের জানালেন যে, তোমরা বাড়ি ফিরে গিয়ে তোমাদের ব্যাপারে প্রবৃত্ত থাকতে ইচ্ছা কর। ৩০ এই পরিপ্রেক্ষিতে, যারা ক্সান্থিকস মাসের ত্রিংশ দিনের আগে ফিরে আসবে, তারা নিশ্চিত হোক যে, ভয় করার মত তাদের কিছুই নেই। ৩১ ইহুদীরা তাদের নিজেদের খাদ্য সংক্রান্ত নিয়ম ও আগের

মত তাদের বিধিনিয়ম পালন করতে পারবে; এবং অজ্ঞতাবশত সাধিত অপরাধের কারণে তাদের কারও হয়রানি করা চলবে না। ৩২ এবিষয়ে তোমাদের মনের শান্তি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে আমি মেনেলাওসকে প্রেরণ করলাম। ৩৩ তোমাদের সমৃদ্ধি হোক। একশ' আটচল্লিশ সালের ক্সান্থিকস মাস, মাসের পঞ্চবিংশ দিন।'

৩৪ রোমীয়েরাও ইহুদীদের কাছে পত্র পাঠালেন; পত্রের বাণী এই:

'আমরা, রোমীয়দের প্রতিনিধি কুইন্তুস মেম্মিউস, তিতুস মানিলিউস ও মানিউস সের্জিউস, ইহুদী জনগণের সমীপে: শুভেচ্ছা! ৩৫ রাজার আত্মীয় লিসিয়াস আপনাদের যা মঞ্জুর করলেন, সেই বিষয়ে আমরাও সম্মতি জানাচ্ছি। ৩৬ কিন্তু যে যে বিষয় তিনি রাজাকে জানাবেন বলে বিচার-বিবেচনা করলেন, সেই বিষয়ে আমাদের কথা এই: নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করার পর ইতস্তত না করে আপনাদের একজনকে পাঠান, আমরা যেন আপনাদের সুবিধামতই ব্যাপারটা ব্যক্ত করতে পারি, কেননা আমরা আন্তিওখিয়া অভিমুখে পথে আছি। ৩৭ সুতরাং, আপনাদের অভিপ্রায় জানাবার জন্য আমাদের কাছে শীঘ্রই লোক পাঠান। ৩৮ আপনাদের সমৃদ্ধি হোক। একশ' আটচল্লিশ সালের ক্সান্থিকস মাস, মাসের পঞ্চবিংশ দিন।'

যাফা ও যাম্নিয়ায় সাধিত জঘন্য কর্ম

১২ এই সমস্ত চুক্তি শেষে লিসিয়াস রাজার কাছে ফিরে গেলেন, আর ইহুদীরা কৃষিকর্মে প্রবৃত্ত হল। ২ কিন্তু স্থানীয় সেনাপতিদের মধ্যে কয়েকজন, তথা: তিমথি, গেন্নেওসের সন্তান আপোল্লনিওস, হিয়েরনিমস ও দেমোফন, এবং এঁদের বাদে সাইপ্রাসের সামরিক শাসক নিকানোর—এঁরা সকলে ইহুদীদের শান্তশিষ্ট জীবন যাপন করতে দিচ্ছিলেন না।

৩ যাফার অধিবাসীরা শোচনীয় একটা দুষ্কর্ম সাধন করল: যত ইহুদীরা তাদের সঙ্গে বাস করছিল, তাদের ও তাদের স্ত্রী-পুত্রদের এই বিশেষ ব্যাপারের জন্য প্রস্তুত রাখা কয়েকটা নৌকায় উঠতে তারা আমন্ত্রণ জানাল; তাদের ক্ষতি করার অভিপ্রায়ের একটা ইঙ্গিতমাত্রও ছিল না; ৪ বরং এই সিদ্ধান্ত ছিল শহরবাসীদের মিলিত সঙ্কল্পের ফল; এজন্য ইহুদীরা শান্তি সুস্থির করার উদ্দেশ্যে কোন সন্দেহ পোষণ না করে আমন্ত্রণে সাড়া দিল। কিন্তু ডাঙা থেকে বেশ দূরে যাওয়ার পর তারা তাদের নৌকাগুলি ডুবিয়ে দিল: কমপক্ষে দু'শোজন লোক মরল।

৫ স্বদেশীয়দের বিরুদ্ধে সাধিত তেমন হিংস্র কর্মের কথা শুনে যুদা তাঁর নিজের লোকদের বিশেষ বিশেষ হুকুম দিলেন, ৬ এবং ন্যায়বিচারক ঈশ্বরকে ডেকে তাঁর ভাইদের ঘাতকদের বিরুদ্ধে রওনা হলেন; রাত্রিবেলায় তিনি বন্দরে আগুন লাগালেন, যত জাহাজ পুড়িয়ে দিলেন আর যত মানুষ সেখানে আশ্রয় নিয়েছিল, তাদের সকলকেই খড়্গের আঘাতে মারলেন। ৭ তারপর, যেহেতু নগরদ্বার রুদ্ধ ছিল, তিনি হটলেন; মনে করছিলেন, আর এক দিন এসে যাফার সমস্ত শহরবাসীকে উচ্ছেদ করবেন। ৮ আর যখন জানতে পারলেন যে, যাম্নিয়ার নাগরিকেরা, তাদের মধ্যে যত ইহুদী বাস করছিল, তাদের নিয়ে তারাও একই পদ্ধতি ব্যবহারের অভিপ্রায় করছিল, ৯ তখন রাতে যাম্নিয়ার নাগরিকদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে জাহাজগুলো সমেত গোটা বন্দরে আগুন দিলেন, আর আগুনের শিখার দীপ্তি যেরুসালেম পর্যন্ত, অর্থাৎ পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার দূর পর্যন্তই দেখা যাচ্ছিল।

গিলেয়াদে রণ-অভিযান

১০ তিমথির দিকে অভিযান চালিয়ে তারা শহর থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরে গেছে, এমন সময়ে কমপক্ষে পাঁচ হাজার আরবীয় পদাতিক ও পাঁচশ'জন অশ্বারোহী যুদাকে আক্রমণ করল; ১১ তখন তুমুল লড়াই বেধে গেল, কিন্তু যুদার লোকেরা ঈশ্বরের সাহায্যে জয়ী হল; সেই পরাজিত যাযাবরেরা যুদাকে অনুরোধ করল, যেন তিনি তাদের দিকে বন্ধুত্বের ডান হাত অর্পণ করেন; তারা

তাঁকে তাদের পশুধন দেবে ও বাকি সমস্ত বিষয়ে তাঁর সহায়তা করবে বলে প্রতিজ্ঞা করল। [১২] এই আরবীয়েরা বহু ক্ষেত্রে তাঁর উপকারিতা করতে পারবে বলে অনুভব করে যুদা তাদের সঙ্গে শান্তিস্থাপন করতে রাজি হলেন, এবং একে অপরকে ডান হাত মেলানোর পর আরবীয়েরা নিজ নিজ তাঁবুতে ফিরে গেল।

[১৩] যুদা প্রাচীরবেষ্টিত আর এক শহর আক্রমণ করলেন, যা চারদিকে প্রাকারে ঘেরা ও যার নিবাসীরা নানা জাতির মানুষ ছিল; শহরের নাম কাস্পিন। [১৪] নিজেদের প্রাচীরের শক্তিতে ও প্রচুর খাদ্য-সামগ্রীতে নির্ভরশীল হয়ে তারা যুদার লোকদের প্রতি উদ্ধত ভাব দেখাচ্ছিল, ও টিটকারির সঙ্গে ঈশ্বরনিন্দাজনক কথা ও অনির্বচনীয় কটুবাক্যও যোগ দিচ্ছিল। [১৫] কিন্তু যুদার লোকেরা বিশ্বের সেই মহাপ্রভুকে ডেকে, যিনি যোশুয়ার সময়ে প্রাচীরভেদক যন্ত্র বা অন্য যুদ্ধযন্ত্র ব্যবহার না করেই যেরিখোর পতন সাধন করেছিলেন, নগরপ্রাচীরের বিরুদ্ধে তীব্র হামলা চালাল। [১৬] ঈশ্বরের ইচ্ছায় তারা শহর হস্তগত করে এমন অবর্ণনীয় মহাসংহার ঘটাল যে, মনে হচ্ছিল, তার কাছাকাছি হ্রদ—দু'শো হাত প্রশস্ত হ্রদ—অধিক পরিমাণ রক্তে পূর্ণ হয়ে উপচে পড়ছিল।

কার্নাইমে সংগ্রাম

[১৭] সেখান থেকে একশ' ত্রিশ কিলোমিটার দূরে গিয়ে তারা খারাক্সে এসে পৌঁছল; শহর ইহুদীদের সেই অঞ্চলে অবস্থিত যা তুবিয়ান বলে পরিচিত; [১৮] কিন্তু সেদিকে তারা তিমথিকে পেল না, কেননা তিনি সেখানে কিছুই করতে পারেননি, কেবল বলবান এক সৈন্যদলকে মোতায়েন রেখে সেখান থেকে চলে গেছিলেন। [১৯] দসিতেওস ও সসিপাতের, মাকাবীয়ের এই দু'জন অধিনায়ক হামলা চালিয়ে গড়ে মোতায়েন রাখা তিমথির লোকদের নিশ্চিহ্ন করল; তারা ছিল দশ হাজারের বেশি যোদ্ধা। [২০] মাকাবীয় নিজে সেনাবাহিনীকে নানা দলে বিভক্ত করে এক একটা দলের জন্য দলপতি নিযুক্ত করলেন এবং তিমথির পিছনে ধাওয়া করলেন: তিমথির সঙ্গে ছিল এক লক্ষ কুড়ি হাজার পদাতিক সৈন্য ও দু'হাজার পাঁচশ'জন অশ্বারোহী। [২১] যুদা এসেছেন, একথা শুনে তিমথি ইতস্তত না করে কার্নাইম নামে জায়গায় স্ত্রীলোক-বালকদের ও সমস্ত মালপত্র এগিয়ে দিলেন, কেননা জায়গাটা অপরাজেয় ও অগম্য স্থানে অবস্থিত ছিল, যেহেতু তার সমস্ত প্রবেশপথ ছিল অতি সঙ্কীর্ণ। [২২] যুদার প্রথম সৈন্যদল দেখা দিলে শত্রুরা সর্বদ্রষ্টার আত্মপ্রকাশে আতঙ্কিত ও সন্ত্রাসিত হয়ে পালাতে লাগল: একজন এদিকে, একজন ওদিকে ছুটছিল, ফলে একে অপরকেই প্রায় আঘাত করছিল ও নিজেদের খড়্গের মুখে দৌড়ছিল। [২৩] যুদা সজোরেই তাদের ধাওয়া করলেন, সেই পাপীদের টুকরো টুকরো করলেন, ও প্রায় ত্রিশ হাজার মানুষকে নিশ্চিহ্ন করলেন। [২৪] স্বয়ং তিমথি দসিতেওসের ও সসিপাতেরের লোকদের হাতে পড়ে কুটিলভাবেই তাদের অনুরোধ করছিলেন, যেন তারা তাঁকে রেহাই দিয়ে ছেড়ে দেয়; তাঁর কথা এ ছিল যে, তাদের কারও পিতামাতা ও কারও ভাই তাঁর নিজের হাতে জামিন হয়ে ছিল, যাদের দশা বেশ শোচনীয় হবে! [২৫] অনেক কথার পরে যখন তিনি এই বিষয়ে তাদের নিশ্চিত করলেন যে, নিজের দেওয়া-কথা রক্ষা করবেন ও জামিনদারদের নিরাপদ অবস্থায় ছেড়ে দেবেন, তখন তারা নিজেদের ভাইদের নিরাপত্তার খাতিরে তাঁকে যেতে দিল।

[২৬] পরে যুদা কার্নাইম ও আতার্গাতে-দেবালয়ে গিয়ে পৌঁছে সেখানে পঁচিশ হাজারমানুষ বধ করলেন।

এফ্রোন ও স্কুথপলিস

[২৭] এদের পরাজিত ও বিনষ্ট করার পর তিনি সুরক্ষিত নগর সেই এফ্রোনের বিরুদ্ধে নিজের সৈন্যদল চালিত করলেন; সেখানে বাস করছিল লিসানিয়াস ও বহু জাতির মানুষ। সেখানকার

সবচেয়ে বলবান যুবকেরা নগরপ্রাচীরের সামনে দাঁড়িয়ে তেজের সঙ্গে লড়াই করছিল, তাছাড়া শহরের মধ্যে প্রচুর যুদ্ধযন্ত্র ও অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত ছিল। [২৮] কিন্তু ইহুদীরা সেই প্রভুকে ডেকে, যিনি আপন প্রতাপে শত্রুদের বল ধ্বংস করেন, শহরকে হস্তগত করল ও পঁচিশ হাজার শহরবাসীকে বধ করল। [২৯] সেখান থেকে রওনা হয়ে তারা স্কুথপলিসের দিকে গেল; [৩০] শহরটা যেরুসালেম থেকে একশ' দশ কিলোমিটার দূরে। কিন্তু সেখানকার ইহুদী বাসিন্দা যেহেতু এই সাক্ষ্য দিল যে, স্কুথপলিসের নাগরিকেরা তাদের প্রতি সবসময় সদ্ব্যবহার করেছিল ও দুর্দশার দিনে বিশেষ সহানুভূতি দেখিয়েছিল, [৩১] এজন্য যুদার লোকেরা শহরবাসীদের ধন্যবাদ জানাল, এবং ইহুদী জাতির প্রতি ভাবীকালেও বন্ধুত্ব দেখাতে তাদের অনুরোধ করল।

তারা [সপ্ত] সপ্তাহের উৎসবের অল্প দিন আগেই যেরুসালেমে এসে পৌঁছল।

গর্গিয়াসের বিরুদ্ধে রণ-অভিযান

[৩২] পঞ্চাশত্তমী বলে অভিহিত এই পর্বের পর তারা ইদুমেয়ার সেনাপতি গর্গিয়াসের বিরুদ্ধে রণ-অভিযান চালাল। [৩৩] গর্গিয়াস তাঁর তিন হাজার পদাতিক সৈন্য ও চারশ'জন অশ্বারোহীর সামনে এগিয়ে এলেন, [৩৪] আর তখন যে যুদ্ধ বেধে গেল, সেই যুদ্ধে অল্প কয়েকজন ইহুদী মারা পড়ল। [৩৫] বাকেনোরের লোকদের মধ্যে দসিতেওস নামে একজন যোদ্ধা—সে নিপুণ অশ্বারোহী বীরপুরুষ ছিল—গর্গিয়াসকে আক্রমণ করল; তাঁর চাদর ধরে সে তাঁকে প্রবল শক্তির সঙ্গে টেনে নিচ্ছিল; চাচ্ছিল, সে সেই ধূর্তকে জীবিতই ধরবে; কিন্তু থ্রাসীয় একজন অশ্বারোহী দসিতেওসের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার কাঁধ কেটে ফেলল; তাই গর্গিয়াস মারিসাতে পালিয়ে যেতে পারলেন। [৩৬] এদিকে, যেহেতু এস্দ্রিয়া ও তার লোকেরা বেশ কিছু সময় ধরে লড়াই করার ফলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, সেজন্য যুদা প্রভুকে মিনতি জানালেন, যেন যুদ্ধে তিনি তাদের মিত্র ও নেতা রূপে নিজেকে দেখান। [৩৭] তারপর মাতৃভাষায় জোর গলায় রণধ্বনি তুলে ও বন্দনাগান করতে করতে তিনি গর্গিয়াসের সৈন্যদলকে আকস্মিক আঘাতে আক্রমণ করে তাদের হটিয়ে দিলেন।

মৃতদের কল্যাণে পাপার্থে বলিদান

[৩৮] পরে যুদা সৈন্যদলকে জড় করে আদুল্লাম শহরের দিকে এগিয়ে গেলেন। সপ্তাহের সপ্তম দিন হওয়ায় তারা প্রথামত আত্মশুদ্ধি-ক্রিয়া পালন করে সেখানে সাব্বাৎ কাটাল। [৩৯] ব্যাপারটা প্রয়োজনীয় বলে দাঁড়িয়েছে বিধায় যুদার লোকেরা পরদিন মৃতদের তাদের পূর্বপুরুষদের সমাধিমন্দিরে তাদের মৃত আত্মীয়দের সঙ্গে সমাধি দেবার জন্য রণক্ষেত্র থেকে মৃতদেহগুলো তুলতে গেল। [৪০] কিন্তু তারা যখন দেখতে পেল যে, প্রত্যেক মৃতজনের জামার নিচে যাম্নিয়ার দেবতাদের উদ্দেশে নিবেদিত একটা ছোট্ট মূর্তি আছে—এ ব্যবহার এমন, যা ইহুদীদের পক্ষে বিধানবিরুদ্ধ, তখন, এরা সকলে কোন্ কারণেই মারা পড়েছে, ব্যাপারটা সকলের কাছে স্পষ্ট হয়ে দাঁড়াল। [৪১] তাই যে ন্যায়বিচারক গুপ্ত অপরাধ স্পষ্ট করে তোলেন, সেই ঈশ্বরের পথ ধন্য ক'রে [৪২] তারা সকলে প্রার্থনায় মন দিল; তারা মিনতি জানাল, যেন সেই সাধিত পাপের জন্য পূর্ণ ক্ষমা দান করা হয়। মহাবীর যুদা যোদ্ধাদের পাপমুক্ত থাকতে সদুপদেশ দিলেন,—তারা তো দেখেছিল সেই মারা পড়া লোকদের পাপের ফল কী! [৪৩] তারপর সকলের কাছ থেকে চাঁদা তুলে প্রায় চার হাজার রৌপ্যমুদ্রা সংগ্রহ করে তা যেরুসালেমে পাঠিয়ে দিলেন যেন একটা পাপার্থে বলিদান করা হয়; তাঁর এই কাজ সত্যিই মঙ্গলময় ও প্রশংসনীয় কাজ, কারণ পুনরুত্থানের কথা চিন্তা করেই তিনি তা করতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। [৪৪] কেননা তাঁর যদি দৃঢ় প্রত্যয় না থাকত যে পতিতেরা পুনরুত্থান করবে, তাহলে মৃতদের কল্যাণে প্রার্থনা করা অনাবশ্যক ও অর্থহীন হত। [৪৫] কিন্তু ভক্তিপূর্ণ অন্তরে যারা চিরনিদ্রা যায়, তাদের জন্য সঞ্চিত অপরূপ পুরস্কারেরই কথা যদি ছিল যুদার লক্ষ্য, তাহলে

তাঁর ধারণা সাধু ও পবিত্র ছিল। সুতরাং, মৃতেরা যেন পাপমোচন লাভ করে, এই উদ্দেশ্যে তিনি এমন ব্যবস্থা করলেন, যেন মৃতদের জন্য প্রায়শ্চিত্তবলি উৎসর্গ করা হয়।

৫ম আন্তিওখস ও লিসিয়াসের রণ-অভিযান

মেনেলাওসের ভয়ঙ্কর মৃত্যু

১৩ একশ' ঊনপঞ্চাশ সালে যুদার লোকেরা জানতে পারল যে, এউপাতোর আন্তিওখস বহুসংখ্যক
সেনাবাহিনী সঙ্গে নিয়ে যুদেয়ার বিরুদ্ধে এগিয়ে আসছেন; [২] তাঁর সঙ্গে তাঁর অভিভাবক ও প্রধান
মন্ত্রী সেই লিসিয়াসও ছিলেন; উপরন্তু তাঁর ছিল এক লক্ষ দশ হাজার গ্রীক পদাতিক সৈন্য, পাঁচ
হাজার তিনশ'জন অশ্বারোহী, বাইশটা হাতি ও তিনশ'টা রথ যার গায়ে কাস্তে লাগানো ছিল। [৩]
এদের সঙ্গে মেনেলাওসও যোগ দিলেন; তিনি যথেষ্ট কুটিলতার সঙ্গে আন্তিওখসকে উৎসাহিত
করছিলেন, স্বদেশের কল্যাণের খাতিরে নয়, কিন্তু এই অভিপ্রায়ে, রাজা যেন তাঁকে আবার তাঁর
আগের পদে নিযুক্ত করেন। [৪] কিন্তু রাজার রাজা সেই পাষণ্ডের উপরে আন্তিওখসের রোষ উত্তেজিত
করলেন, আর যখন লিসিয়াস রাজাকে স্পষ্টভাবেই দেখালেন যে, মেনেলাওসই সমস্ত অমঙ্গলের
কারণ, তখন আন্তিওখস হুকুম দিলেন, যেন মেনেলাওসকে বেরেয়াতে নিয়ে গিয়ে সেখানকার প্রথা
অনুসারে মেরে ফেলা হয়। [৫] সেই জায়গায় পঞ্চাশ হাত উচ্চ একটা ঘর আছে, যা ছাইয়ে ভরা, আর
তার ভিতরে উচ্চদেশে ছাইমুখী কিনারা রয়েছে। [৬] যে কেউ ধর্ম সংক্রান্ত চুরি কিংবা অন্য কোন
জঘন্য দুষ্কর্মে দোষী বলে সাব্যস্ত হয়, তাকে সকলে সেই উচ্চস্থান থেকে মৃত্যুর দিকে ঠেলা দেয়। [৭]
ঠিক এটি হল সেই দুর্জনের মৃত্যুদশা, আর মেনেলাওস সমাধির জন্য ভূমিও পেলেন না; [৮] তাঁর
পক্ষে তা ন্যায্য শাস্তি, কেননা সেই বেদি, যার আগুন ও ছাই পবিত্র ছিল, তার বিরুদ্ধে বহু দুষ্কর্ম
সাধন করার পর ছাইয়েরই মধ্যে তাঁর মৃত্যু হল।

মদীনের কাছে ইহুদীদের প্রার্থনা ও তাদের সফলতা

[৯] সেসময়ে রাজা এগিয়ে যেতে যেতে বর্বর মনোভাব ও অভিপ্রায় পোষণ করছিলেন, অর্থাৎ তাঁর
পিতার আমলে ইহুদীদের প্রতি অমঙ্গলকর যা কিছু ঘটেছিল, তিনি তাদের কাছে তার চেয়ে
শোচনীয় কিছু দেখাবেন। [১০] একথা শুনতে পেয়ে যুদা জনগণকে দিন-রাত প্রভুর কাছে প্রার্থনায় রত
থাকতে আজ্ঞা করলেন, যেন আগে তিনি যেমন বারবার করেছিলেন, তেমনি এবারও তাদের
সাহায্য করেন, যারা বিধান, স্বদেশ ও পবিত্র মন্দির থেকে বঞ্চিত হতে যাচ্ছিল; [১১] আরও, যে
জনগণ এইমাত্র কিছু স্বস্তি পেতে শুরু করছিল, তিনি যেন সেই জনগণকে সেই দুর্নামা বিজাতীয়দের
হাতে পড়তে না দেন। [১২] তারা সকলে মিলে তাঁর আদেশমত এই সমস্ত করার পর এবং তিন দিন
ধরে অবিরতই হাহাকার, উপবাস ও প্রণিপাত ক'রে দয়াবান প্রভুকে মিনতি জানানোর পর, যুদা
তাদের অন্তরে উৎসাহ যুগিয়ে দিলেন ও তাদের তৈরী থাকতে আজ্ঞা দিলেন। [১৩] পরে, প্রবীণবর্গের
সঙ্গে আলাদা ভাবে আলাপ-আলোচনা করে তিনি এই সিদ্ধান্ত নিলেন যে, রাজার সৈন্যদল
যুদেয়াতে প্রবেশ করে নগরীকে হস্তগত করার আগে ঈশ্বরের সাহায্যে সংগ্রামের জন্য বেরিয়ে পড়া
তাদের উচিত। [১৪] এই সবকিছুর ফলাফল বিশ্বস্রষ্টার হাতে ন্যস্ত করে তিনি বিধিনিয়ম, মন্দির,
নগরী, স্বদেশ ও তাদের যত প্রতিষ্ঠানের জন্য মৃত্যু পর্যন্ত বীরপুরুষদের মত লড়াই করতে নিজের
লোকদের উৎসাহিত করলেন; পরে মদীনের কাছে শিবির স্থাপন করলেন। [১৫] "ঈশ্বর থেকেই
জয়লাভ" তাঁর লোকদের এই সাঙ্কেতিক স্বরধ্বনি দিয়ে তিনি সেরা যোদ্ধাদের মধ্য থেকে বাছাই
করা সবচেয়ে বীর্যবান যুবকদের সঙ্গে নিয়ে শত্রুশিবিরে রাজার তাঁবুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন, তিন
হাজার লোক মেরে ফেললেন, ও সবচেয়ে বড় হাতিকে আর সেইসঙ্গে, হাতির পিঠে যে ঘর, তার
মধ্যে যে যোদ্ধা ছিল, তাকেও বিঁধিয়ে দিলেন; [১৬] শেষে তাদের এই হামলায় গোটা শিবির আতঙ্কে

ও বিভ্রান্তিতে পূর্ণ হলে তারা সাফল্যমণ্ডিত হয়ে ফিরে গেল। [১৭] দিনের নতুন আলো উদিত হতে না হতেই সমস্ত কিছু সমাধা হয়েছিল—সেই প্রভুর রক্ষার খাতিরে, যা তিনি যুদাকে মঞ্জুর করেছিলেন।

ইহুদীদের সঙ্গে ৫ম আন্তিওখসের আপস-মীমাংসা চেষ্টা

[১৮] ইহুদীদের দুঃসাহসের এই প্রমাণ পেয়ে রাজা এবার ছলনা হাতিয়ার করেই তাদের সুরক্ষিত স্থান জয় করতে চেষ্টা করতে লাগলেন; [১৯] তাই তিনি ইহুদীদের সুরক্ষিত গড় সেই বেথ্-জুরের বিরুদ্ধে এগিয়ে গেলেন, কিন্তু তাঁকে প্রত্যাখ্যান করা হল, তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হল, এক কথায় তাঁর সেই আক্রমণে তিনি ব্যর্থ হলেন।

[২০] যুদা অবরুদ্ধদের কাছে প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু পৌঁছিয়ে দিলেন, [২১] কিন্তু রদোকস—সে ইহুদীয় সৈন্যশ্রেণীর একজন—শত্রুদের কাছে গোপন তথ্য জানিয়ে দিল; ইহুদীরা তার খোঁজ নিল, এবং তাকে ধরে দণ্ডিত করল। [২২] রাজা পুনরায় বেথ্-জুরের সৈন্যদলের সঙ্গে আপস-মীমাংসা করতে চেষ্টা করলেন; তিনি বন্ধুত্বের ডান হাত অর্পণ করলেন, তারা তা গ্রহণ করলে তিনি চলে গেলেন, পরে যুদার লোকদের আক্রমণ করলেন, কিন্তু পরাস্ত হলেন। [২৩] এসময় তিনি এই সংবাদ পেলেন যে, ফিলিপ—যাঁকে রাজ-বিষয় দেখাশোনার জন্য আন্তিওখিয়ায় ফেলে রাখা হয়েছিল—বিদ্রোহ করেছিলেন; এতে তিনি হতভম্ব হয়ে পড়লেন, ইহুদীদের আপস-মীমাংসা করতে আমন্ত্রণ করলেন, তাদের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন, এবং শপথ করে কথা দিলেন, তিনি যুক্তিসঙ্গত সমস্ত শর্ত মেনে নেবেন। মীমাংসা হলে পর তিনি বলি উৎসর্গ করলেন, মন্দিরের প্রতি সম্মান দেখালেন ও স্থানটিকে দানশীলতার সঙ্গে সমৃদ্ধ করলেন। [২৪] তিনি মাকাবীয়কে শালীনতার সঙ্গে গ্রহণ করলেন, এবং হেগেমোনিদেসকে তলেমাইস থেকে গের্‌রেনীয়দের অঞ্চল পর্যন্ত সামরিক শাসক হিসাবে রেখে [২৫] নিজে তলেমাইসে গেলেন। কিন্তু তলেমাইসের অধিবাসীরা তেমন চুক্তিতে অসন্তোষ দেখাল; তারা সংক্ষুব্ধ হয়ে প্রতিবাদ জানাল ও সেই সমস্ত ব্যবস্থা বাতিল করতে চাইল। [২৬] তখন লিসিয়াস বাণীস্তম্ভে উঠে চুক্তির পক্ষে এমন হৃদয়গ্রাহী কথা বললেন যে, তাদের মন জয় করলেন ও তাদের প্রশমিত করলেন, আর তারা চুক্তির যুক্তি মেনে নিল। পরে তিনি আন্তিওখিয়ায় ফিরে গেলেন।

এ-ই রাজার রণ-অভিযান ও তাঁর প্রত্যাগমন বৃত্তান্ত।

মহাযাজক আল্কিমসের কর্মকাণ্ড

১৪ এই সমস্ত ঘটনার তিন বছর পরে যুদার লোকেরা জানতে পারল যে, সেলেউকসের সন্তান দেমেত্রিওস বিরাট এক সৈন্যদল ও নৌবহর নিয়ে ত্রিপোলি বন্দরে নেমে [২] দেশ হস্তগত করেছিলেন এবং আন্তিওখসকে ও তাঁর অভিভাবক সেই লিসিয়াসকে বধ করেছিলেন। [৩] কে যেন একজন আল্কিমস—যে পূর্বকালে মহাযাজক হয়েছিল, কিন্তু বিদ্রোহের সময়ে স্বেচ্ছায় নিজেকে কলুষিত করেছিল—যখন বুঝল যে, কোনও দিকে তার পক্ষে রেহাই পাবার উপায় ছিল না, পবিত্র বেদির কাছেও তার আর যাবার উপায় ছিল না, [৪] তখন, একশ' একান্ন সালের দিকে, দেমেত্রিওস রাজার কাছে গিয়ে তাঁকে প্রথানুযায়ী মন্দিরের জলপাইগাছের শাখা বাদে একটা সোনার মুকুট ও একটা খেজুরপাতাও নিবেদন করল; আর সেই দিনের মত সে ওখানে শান্ত রইল।

[৫] শেষে সে তার উন্মাদ সঙ্কল্প বাস্তবায়িত করার সুযোগ পেল: যখন দেমেত্রিওস মন্ত্রণাসভায় তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইহুদীদের মনোভাব ও সঙ্কল্প কী, তখন সে উত্তরে বলল, [৬] 'যে ইহুদীরা নিজেদের হাসিদীয় বলে অভিহিত করে, মাকাবীয় যুদাই যাদের নেতা, তারা যুদ্ধ ও বিদ্রোহ-প্রিয় লোক, এবং রাজ্যকে স্থৈর্য্য পাওয়ায় বাধা দেয়। [৭] এজন্য আমিও আমার বংশগত মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়ে—বলতে চাই, মহাযাজকত্ব থেকেই বঞ্চিত হয়ে এখানে এসেছি [৮] সর্বপ্রথমে রাজার সুবিধার বিষয়ে অকপট চিন্তা দ্বারা চালিত হয়ে, এবং দ্বিতীয়ত আমার

সহনাগরিকদের বিষয়ে চিন্তিত হয়ে, কেননা উক্ত লোকদের দায়িত্বহীন ব্যবহার আমাদের গোটা
জাতির মানুষের উপরে কম অমঙ্গল নামিয়ে আনছে না। [৯] হে রাজন্, এই সমস্ত বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ
ভাবে অবগত হয়ে আপনি, সকলের প্রতি আপনার অনুগ্রহপূর্ণ প্রসন্নতার খাতিরে, আমাদের দেশের
ও আমাদের অত্যাচারিত জাতির ব্যাপারে উপযুক্ত পদক্ষেপ নিন; [১০] কেননা যতদিন যুদা সেখানে
থাকে, পরিবেশ-পরিস্থিতি কখনও শান্তি ভোগ করবে না।' [১১] তিনি একথা বলামাত্র বাকি
রাজবন্ধুরা—তাঁরা তো যুদার সাফল্যের বিরোধীই ছিলেন!—দেমেত্রিওসের ক্ষোভ জ্বালিয়ে
তুললেন। [১২] রাজা সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান হাতি-দলপতি নিকানোরকে যুদেয়ার সামরিক শাসক পদে
উন্নীত করলেন, এবং পাঠিয়ে দিয়ে [১৩] তাঁকে এই নির্দেশ দিলেন, যেন যুদাকে উচ্ছেদ করেন, তাঁর
সকল লোককে বিক্ষিপ্ত করেন, ও আল্কিমসকে মহত্তম মন্দিরের মহাযাজকরূপে অধিষ্ঠিত করেন। [১৪]
তখন যুদেয়ার সেই বিজাতীয়েরা, যারা যুদার সামনে থেকে পালিয়ে গেছিল, তারা রাশি রাশি করে
নিকানোরের সঙ্গে যোগ দিতে ছুটে গেল, যেহেতু তারা ধরে নিচ্ছিল যে, ইহুদীদের দুর্ভাগ্য ও
দুর্বিপাক তাদের সৌভাগ্য এনে দেবে।

যুদার সঙ্গে নিকানোরের বন্ধুত্ব

[১৫] যখন ইহুদীরা শুনল যে, নিকানোর আসছেন এবং বিজাতীয়েরা তাদের আক্রমণ করতে উদ্যত
হচ্ছে, তখন দেহে ধুলা ছড়িয়ে তারা তাঁরই কাছে মিনতি নিবেদন করল, যিনি তাঁর আপন
জনগণকে চিরকালের মত দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন ও প্রত্যক্ষ আত্মপ্রকাশ দ্বারা তাঁর আপন
উত্তরাধিকারকে অনুক্ষণ রক্ষা করে থাকেন। [১৬] তাদের নেতার আদেশে তারা সেখান থেকে সঙ্গে
সঙ্গে রওনা হয়ে দেস্সাউ গ্রামের কাছে শত্রুদের সম্মুখীন হল। [১৭] যুদার ভাই সিমোন নিকানোরের
সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন, কিন্তু শত্রুদের আকস্মিক আগমনের ফলে একটু পিছটান দিতে বাধ্য
হলেন। [১৮] তথাপি নিকানোর যুদার লোকদের বীর্যবত্তা ও স্বদেশের জন্য যুদ্ধ-সংগ্রামে তাদের
সাহসের বিষয় অবগত হয়ে তেমন বিষয়ে নিষ্পত্তি করার জন্য রক্তপাতের উপরে নির্ভর করতে
সাহস করছিলেন না। [১৯] এজন্য তিনি ইহুদীদের কাছে বন্ধুত্বের ডান হাত অর্পণ ও গ্রহণ করতে
পসিদোনিওসকে, থেওদতসকে ও মাত্তাথিয়াসকে পাঠালেন। [২০] দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর
দলপতি তাঁর সৈন্যদলকে এর ফলাফল জানিয়ে দিলেন, আর যেহেতু তারা স্পষ্টভাবেই একমত
ছিল, চুক্তি গ্রহণ করা হল। [২১] এক বিশেষ দিন স্থির করা হল, যে দিনটিতে দুই পক্ষের দলপতিরা
একে অপরের সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে দেখা-সাক্ষাৎ করবেন: এক এক পক্ষ থেকে এক এক পালকি
এগিয়ে এল এবং আসন স্থাপন করা হল। [২২] কিন্তু শত্রুদের পক্ষ থেকে হঠাৎ বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ
কিছু সাধিত হতেও পারে, এই ভয়ে যুদা নানা উপযুক্ত স্থানে অস্ত্রসজ্জিত লোক মোতায়েন রাখলেন।
তাই দলপতিরা বৈঠকে বসলেন ও মীমাংসায় পৌঁছলেন। [২৩] নিকানোর যেরুসালেমে থাকলেন,
নিন্দাজনক কিছুই করলেন না, এমনকি, তাঁর সঙ্গে যোগ দিতে যত লোক এসেছিল, তাদের ফিরিয়ে
দিলেন। [২৪] তিনি চাচ্ছিলেন, যুদা সবসময় তাঁর কাছে থাকবেন, সেই বীরপুরুষের প্রতি তিনি
গভীরভাবেই আসক্ত হলেন, [২৫] তাঁকে পরামর্শ দিলেন, যেন যুদা বিবাহ করেন ও বহু বহু সন্তানের
পিতা হন; যুদা বিবাহ করলেন, নিজ পরিবার নিয়ে সেখানে বসতি করলেন ও সাধারণ জীবন
যাপন করলেন।

আল্কিমসের প্ররোচনা
নিকানোরের হুমকি

[২৬] সেই দু'জনের পারস্পরিক বন্ধুত্ব দেখে আল্কিমস, তাঁদের দু'জনের মধ্যে যে চুক্তি স্থির করা
হয়েছিল, তার একটা অনুলিপি যোগাড় করে দেমেত্রিওসকে গিয়ে একথা বললেন যে, নিকানোর

রাজ-সুবিধার বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করছিলেন এবং রাজ্যের বিপক্ষ সেই যুদাকে রাজবন্ধুদের মধ্যে পরবর্তীকালীন খালি স্থান দেবেন বলে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন। [২৭] এই ধূর্ত ও বুদ্ধিমান লোকের নিন্দাজনক কথায় ক্ষোভে জ্বলে উঠে রাজা নিকানোরকে পত্র লিখে পাঠালেন, তাঁকে একথা বললেন যে, সাধিত চুক্তিতে তিনি একেবারে অসন্তুষ্ট, এবং তাঁকে এই আজ্ঞা দিলেন, যেন সঙ্গে সঙ্গেই মাকাবীয়কে শেকলাবদ্ধ অবস্থায় তাঁর কাছে আন্তিওখিয়ায় পাঠান। [২৮] তেমন আজ্ঞা পেয়ে নিকানোর উদ্বিগ্ন ও বিহ্বল হয়ে পড়লেন, কেননা যে মানুষ কোন অন্যায় করেননি, তাঁর সঙ্গে চুক্তি ভঙ্গ করার চিন্তাও তিনি আদৌ পছন্দ করতেন না। [২৯] কিন্তু, যেহেতু রাজার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না, সেজন্য আজ্ঞাটি কৌশল দ্বারা কার্যকর করার জন্য তিনি একটা সুযোগের অপেক্ষায় থাকলেন। [৩০] নিকানোর তাঁর প্রতি ঠাণ্ডা হচ্ছেন ও তাঁর সঙ্গে কথা বলার ভঙ্গিতে আগের চেয়ে বেশি রুক্ষ হচ্ছেন, তা লক্ষ করে যুদা ধরে নিলেন, এই ঠাণ্ডা ভাবের পিছনে অবশ্য কল্যাণকর কিছু নেই, তাই যথেষ্ট সংখ্যক সঙ্গীকে সংগ্রহ করে নিকানোরের কাছ থেকে দূরে সরে গেলেন। [৩১] নিকানোর যখন বুঝলেন যে, যুদাই কৌশলের সঙ্গে তাঁকে ফাঁকি দিয়েছেন, তখন সেই মহত্তম ও পবিত্রতম মন্দিরে গেলেন—সেসময়ে যাজকেরা নিয়মিত বলি উৎসর্গ করছিল—এবং লোকটাকে তাঁর হাতে তুলে দিতে তাদের আজ্ঞা করলেন। [৩২] যখন যাজকেরা শপথ করে বলল যে, সেই আসামী যে কোথায় আছেন, তা তারা জানত না, [৩৩] তখন তিনি মন্দিরের দিকে ডান হাত বাড়িয়ে দিব্যি দিয়ে শপথ করে বললেন, 'যদি তোমরা যুদাকে শেকলাবদ্ধ অবস্থায় আমার হাতে তুলে না দাও, আমি ঈশ্বরের এই আবাস ভূমিসাৎ করব, যজ্ঞবেদি আমূলে নামিয়ে দেবে, এবং এখানে দিওনিসিওস-দেবের উদ্দেশে দীপ্তিময় মন্দির গড়ে তুলব।' [৩৪] তেমন কথা উচ্চারণ করে তিনি চলে গেলেন। যাজকেরা স্বর্গের দিকে হাত বাড়িয়ে তাঁকেই ডাকল, যিনি আমাদের জনগণের পক্ষে সর্বদাই সংগ্রাম করেছেন; তারা এইভাবে প্রার্থনা করল: [৩৫] 'হে প্রভু, যাঁর পক্ষে প্রয়োজন কিছুই নেই, তুমি এতেই প্রীত হলে যে, যে মন্দিরে তুমি বসবাস কর, তা আমাদের মাঝেই থাকবে। [৩৬] এখন, হে পবিত্রজন, হে সমস্ত পবিত্রতার প্রভু, তোমার এই গৃহ, যা কিছুকাল আগেই শুচীকৃত হয়েছে, চিরকালের মতই অকলুষিত অবস্থায় রক্ষা কর।'

রাজিজের মৃত্যু

[৩৭] রাজিজ নামে যেরুসালেমের প্রবীণবর্গের কে যেন একজনকে নিকানোরের কাছে অভিযুক্ত করা হল। তিনি ছিলেন এমন ব্যক্তি, যিনি তাঁর আপন নাগরিকদের ভালবাসতেন; তিনি সকলের কাছে ছিলেন সম্মানের পাত্র, ও তাঁর মঙ্গলময়তার জন্য ইহুদীদের পিতা বলে পরিচিত ছিলেন। [৩৮] বিপ্লবের পূর্ববর্তী দিনগুলিতে তাঁকে ইহুদী-আদর্শাবলম্বন অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, আর আসলে তিনি ইহুদী জীবনাদর্শের জন্য পূর্ণ ধর্মাগ্রহের সঙ্গেই দেহ-মনে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। [৩৯] সকল ইহুদীর প্রতি নিজ শত্রুভাব দেখাবার অভিপ্রায়ে নিকানোর রাজিজকে গ্রেপ্তার করতে পাঁচশ'জনের বেশি সৈন্যকে পাঠালেন; [৪০] তিনি মনে করছিলেন, এঁকে গ্রেপ্তার করায় ইহুদীদের উপর ভারী আঘাত হানবেন। [৪১] সেই সৈন্যদল দুর্গমিনার দখল করতে যাচ্ছিল ও প্রাঙ্গণের ফটক ভেঙে খুলে ফেলার চেষ্টায় তা পুড়িয়ে দেবার জন্য আগুন আনাতে আজ্ঞা দিচ্ছিল, এমন সময়ে রাজিজ চারদিকে সৈন্য তাঁকে ঘিরে ফেলছে দেখে নিজেই নিজের খড়্গের উপর পড়লেন, [৪২] কেননা এই ধূর্তদের হাতে পড়ার চেয়ে ও নিজের বংশ-মর্যাদার অযোগ্য টিটকারি ভোগ করার চেয়ে তিনি বরং সুপুরুষের মত মৃত্যুই ভোগ করতে ইচ্ছা করলেন। [৪৩] কিন্তু তেমন লড়াইয়ের উত্তেজনায় তিনি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায়, সৈন্যেরা ফটকের বাইরে চাপ দিতে দিতে তিনি সাহসের সঙ্গে প্রাচীরের উপরে ছুটে গেলেন ও বীরপুরুষের মত সৈন্যের ভিড়ের মধ্যে ঝাঁপ দিলেন। [৪৪] সৈন্যেরা সঙ্গে সঙ্গে হটে

যাওয়ায় তিনি শূন্য জায়গার মাঝখানেই পড়লেন। [৪৫] তখনও শ্বাস নিতে নিতে ও ক্ষোভে জ্বলতে জ্বলতে তিনি আবার পায়ে উঠে দাঁড়ালেন—তাঁর রক্ত সবদিকেই ছিটকে পড়ছিল—এবং ক্ষতজনিত ভয়ঙ্কর যন্ত্রণার মধ্যে ভিড়ের মধ্য দিয়ে দৌড় দিয়ে খাড়া শৈলের উপরে উঠে দাঁড়ালেন; [৪৬] একেবারে শেষ অবস্থায় গিয়েও তবু নিজের নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়ে তা দু'হাতে নিয়ে ভিড়ের উপরে ফেলে দিলেন আর এইভাবে জীবন ও আত্মার প্রভুকে ডাকলেন, তিনি যেন একদিন তাঁকে তা আবার ফিরিয়ে দেন; আর এইভাবে তাঁর মৃত্যু হল।

নিকানোরের ঈশ্বরনিন্দা

১৫ যুদার লোকেরা সামারিয়ার অঞ্চলে আছে, একথা জানতে পেরে নিকানোর ঝুঁকি না নিয়ে বিশ্রামবারেই তাদের আক্রমণ করতে স্থির করলেন। [২] যে ইহুদীরা তাঁর পিছনে যেতে বাধ্য হয়েছিল, তারা তাঁকে বলছিল, 'তাদের এতই নিষ্ঠুর ও বর্বর ভাবে বধ করা আপনার উচিত নয়; যে দিনটির উপর সর্বদ্রষ্টা বিশেষ পবিত্রতা বর্ষণ করলেন, সে দিনটির প্রতি শ্রদ্ধা দেখান!' [৩] প্রত্যুত্তরে সেই তিনগুণ পাষণ্ড ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, সাব্বাৎ দিন উদ্‌যাপন করার আদেশ দিয়েছেন, স্বর্গে এমন প্রভু আছেন কিনা। [৪] তারা উত্তর দিল, 'স্বয়ং জীবনময় প্রভু, সেই স্বর্গীয় নৃপতি নিজেই সপ্তম দিন পালন করার আদেশ দিয়েছেন।' [৫] আর তিনি প্রতিবাদ করে বললেন, 'তবে আমি পৃথিবীতে নৃপতি বলে তোমাদের আদেশ দিচ্ছি: অস্ত্র ধারণ কর ও রাজার ব্যবস্থা পালন কর!' যাই হোক, তিনি তাঁর নিষ্ঠুর অভিপ্রায় সফল করতে পারলেন না।

যুদার স্বপ্ন

[৬] নিকানোর তাঁর অপরিসীম স্পর্ধায় স্থির করেছিলেন, যুদার লোকদের কাছ থেকে সবকিছু লুট করে নিয়ে তিনি এমন জয়চিহ্ন বসাবেন যা সকলের দৃষ্টিগোচর হবে; [৭] অপরদিকে যুদা তাঁর ভরসাপূর্ণ সেই ধারণায় স্থির থাকলেন যে, প্রভু তাঁর পক্ষে দাঁড়াবেন। [৮] তিনি নিজের লোকদের উৎসাহ দিয়ে বলছিলেন, যেন তারা বিজাতীয়দের আক্রমণে নিরাশ না হয়, বরং সেই সমস্ত সহায়তা-দানের কথা শক্ত করে মনে রাখে যা অতীতকালে তাদের কাছে স্বর্গ থেকে এসেছিল, সুতরাং, যেন তারা এখন সেই জয়লাভের প্রতীক্ষায় থাকে যা সর্বশক্তিমান এবারই তাদের মঞ্জুর করবেন। [৯] বিধানের ও নবীদের বাণী দ্বারা তাদের অন্তরে সাহস যুগিয়ে ও আগেকার সেই সমস্ত লড়াই-সংগ্রামের কথাও তাদের মনে করিয়ে দিয়ে যখন তারা বিজয়ী হয়েছিল, তিনি তাদের সাহস আরও বৃদ্ধি করলেন। [১০] তাদের ভাব এইভাবে সুস্থির করে তিনি বিজাতীয়দের বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ ব্যবহার ও তাদের শপথলঙ্ঘন স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করলেন। [১১] ঢাল ও বর্শাজনিত নিরাপত্তা দ্বারা তত নয়, বরং উত্তম বাণীজনিত আস্থা দ্বারাই তাদের অস্ত্রসজ্জিত করার পর তিনি বিশ্বাসযোগ্য একটা স্বপ্ন, এমনকি, সত্যাশ্রয়ী একটা দর্শন বর্ণনা ক'রে তাদের উৎসাহিত করে তুললেন। [১২] দর্শনটা এরূপ: প্রাক্তন মহাযাজক ওনিয়াস, যিনি ছিলেন উৎকৃষ্ট পুরুষ, আচরণে শালীন, আচার-ব্যবহারে কোমল, কথনে বাক্‌পটু, এবং বাল্যকাল থেকে সমস্ত সদ্‌গুণ পালনে দীক্ষিত মানুষ—সেই ওনিয়াস দু'হাত প্রসারিত করে গোটা ইহুদী সমাজের জন্য প্রার্থনা করছিলেন। [১৩] যুদা আর এক ব্যক্তিত্বেরও দর্শন পেলেন, যিনি শুভ্র কেশ ও মর্যাদার জন্য বিশিষ্ট এবং অপরূপ ও শোভাময় মহিমায় পরিবৃত। [১৪] ওনিয়াস বললেন, 'ইনি এমন ব্যক্তি, যিনি তাঁর আপন ভাইদের ভালবাসেন ও জনগণের ও পবিত্র নগরীর জন্য বহু প্রার্থনা নিবেদন করে থাকেন: হ্যাঁ, ইনি যেরেমিয়া, ঈশ্বরের সেই নবী!' [১৫] আর যেরেমিয়া ডান হাত বাড়িয়ে যুদাকে সোনার একটা খড়্গ দান করলেন; দানকালে তিনি এই কথা উচ্চারণ করলেন, [১৬] 'এই পবিত্র খড়্গ ঈশ্বরের দানরূপেই গ্রহণ কর; তা দ্বারা তুমি শত্রুদের টুকরো টুকরো করবে।'

[১৭] যুদার উত্তম কথা দ্বারা উৎসাহিত হয়ে—যে কথা মানুষের অন্তরে বীর্যবত্তা সঞ্চার করতে ও যুবকদের প্রাণ বীরপুরুষদের প্রাণের মত করে তুলতে উপযুক্ত—তারা স্থির করল, শিবিরে গণ্ডিবদ্ধ অবস্থায় থাকবে না, বরং সাহসের সঙ্গে হামলা চালাবে ও বীরপুরুষেরই যোগ্য সাহসের সঙ্গে হাত-লড়াইতেই যুদ্ধের ফলাফল স্থাপন করবে; কেননা নগরী, পবিত্র পাত্রগুলি ও মন্দির বিপদের সম্মুখীন ছিল। [১৮] স্ত্রী-পুত্রদের ও ভাই-আত্মীয়দের চিন্তা ক্ষীণ হয়ে পড়েছিল, কেননা প্রধান ও মুখ্য চিন্তা ছিল পবিত্রীকৃত মন্দিরেরই প্রতি। [১৯] যারা নগরীতে থেকে গেছিল, তাদেরও কম উদ্বেগ ছিল না, যেহেতু খোলা মাঠে সন্নিকট লড়াইয়ের বিষয়ে দুশ্চিন্তায় ভুগছিল। [২০] সকলে এখন আসন্ন পরীক্ষার অপেক্ষায় ছিল। শত্রুরা ইতিমধ্যে এগিয়ে আসতে শুরু করেছিল, সৈন্যদল যুদ্ধের জন্য শ্রেণীতে শ্রেণীতে করে বিন্যস্ত ছিল, হাতিগুলিকে উপযুক্ত জায়গায় স্থান দেওয়া হয়েছিল, এবং অশ্বারোহী বাহিনী দু'পাশে শ্রেণীভুক্ত ছিল। [২১] মাকাবীয় তাঁর সম্মুখীন ওই লোকারণ্য, ওদের নানা রকম অস্ত্র-সরঞ্জাম ও হাতিগুলির হিংস্র চেহারা ভালভাবে লক্ষ করলেন; পরে স্বর্গের দিকে দু'হাত তুলে আশ্চর্য কর্মকীর্তির সাধক সেই প্রভুকে ডাকলেন: তিনি তো সম্পূর্ণরূপেই সচেতন ছিলেন যে, অস্ত্রের জোরে নয়, বরং তাঁর সুবিচার অনুসারেই তিনি জয়লাভ তাদেরই মঞ্জুর করেন যারা তা পাবার যোগ্য। [২২] যুদা এই বলে প্রার্থনা করলেন: 'প্রভু, যুদা-রাজ হেজেকিয়ার সময়ে তুমি তোমার দূত প্রেরণ করেছিলে, আর তিনি সেন্নাখেরিবের শিবিরে কমপক্ষে এক লক্ষ পঁচাশি হাজার মানুষের মৃত্যু ঘটিয়েছিলেন। [২৩] এখন, হে স্বর্গীয় নৃপতি, আমাদের আগে আগে ভয় ও আশঙ্কা ছড়াতে মঙ্গলকর এক দূত আবার প্রেরণ কর। [২৪] তোমার বাহুর পরাক্রম দ্বারা তারা আতঙ্কিত হোক, যেহেতু ভক্তিহীন কথা বলতে বলতে তারা তোমার পবিত্র জনগণকে আক্রমণ করতে এসেছে।' আর একথা বলে তিনি প্রার্থনাটি শেষ করলেন।

নিকানোরের পরাজয় ও তাঁর মৃত্যু

[২৫] নিকানোরের লোকেরা তুরিধ্বনি ও রণনিনাদ তুলতে তুলতে এগিয়ে আসছিল, [২৬] কিন্তু যুদার লোকেরা মিনতি ও প্রার্থনা উচ্চারণ করতে করতেই শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামল। [২৭] আর এইভাবে নিজ হাতে লড়াই করতে করতে ও নিজ হৃদয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে করতে তারা কমপক্ষে পঁয়ত্রিশ হাজার মানুষকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করল, এবং ঈশ্বরের প্রকাশ্য উপস্থিতির বিষয়ে খুবই পুলকিত ছিল। [২৮] লড়াই শেষ হলে তারা বিজয়োল্লাসে ফিরে আসছে, এমন সময়ে নিকানোরকে চিনতে পারল—তিনি সম্পূর্ণরূপে অস্ত্রসজ্জিত হয়ে মরা অবস্থায় পড়ে আছেন।

[২৯] চারদিকে জয়ধ্বনি ও কোলাহল, আর তারা পিতৃভাষায় সর্বশক্তিমানকে ধন্য বলছিল। [৩০] যিনি নিজ সহনাগরিকদের জন্য মনে-প্রাণে সংগ্রাম করায় সর্বদাই প্রধান চরিত্র হয়েছিলেন, যিনি নিজ স্বদেশীয়দের প্রতি তাঁর যৌবনকালীন স্নেহ রক্ষা করে এসেছিলেন, তিনি হুকুম দিলেন, যেন নিকানোরের মাথা ও বাহু সমেত তাঁর হাত কেটে ফেলা হয় ও যেরুসালেমে আনা হয়। [৩১] সেখানে গিয়ে পৌঁছে তিনি সকল স্বদেশীয়কে ও যাজককে যজ্ঞবেদির সম্মুখে একত্রে ডাকলেন; তাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আক্রা-দুর্গের লোকদের ডেকে পাঠালেন [৩২] এবং তাদের কাছে ঘৃণ্য নিকানোরের মাথা ও সেই হাত দেখালেন, যা সেই ঈশ্বরনিন্দুক স্পর্ধায় ভরা কথা উচ্চারণ করে সর্বশক্তিমানের পবিত্র গৃহের বিরুদ্ধে বাড়িয়েছিলেন। [৩৩] পরে ভক্তিহীন নিকানোরের জিহ্বা কেটে ফেলে তিনি হুকুম দিলেন যেন তা টুকরো টুকরো করে আকাশের পাখিদের কাছে ফেলা হয়, এবং তাঁর ক্ষিপ্ততার মজুরি অর্থাৎ তাঁর সেই হাত যেন মন্দিরের সামনে টাঙানো হয়। [৩৪] এতে সকলে স্বর্গের দিকে মুখ ফিরিয়ে গৌরবময় প্রভুকে এইভাবে ধন্য বলল: 'ধন্য যিনি আপন আবাস অক্ষুণ্ণই বজায় রেখেছেন!'

[৩৫] তিনি আক্রা-দুর্গের উপর থেকে, সকলের দৃষ্টিগোচরে, নিকানোরের মাথা টাঙিয়ে দিলেন, যেন তা ঈশ্বরের সহায়তার স্পষ্ট চিহ্নস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। [৩৬] তারা সার্বজনীন ভোট দ্বারা একমত হয়ে এই সিদ্ধান্ত নিল, যেন সেই দিনটি অপালিত দিন বলে কেটে না যায়, বরং দিনটি যেন দ্বাদশ মাসের—আরামীয় ভাষায় আদার বলে অভিহিত মাসের—ত্রয়োদশ দিনে, অর্থাৎ মোর্দেকাই-দিবসের পূর্বদিনে উদ্‌যাপিত হয়।

লেখকের শেষ বাণী

[৩৭] এভাবেই ঘটে নিকানোর সংক্রান্ত বিবরণীর সমাপ্তি, আর যেহেতু সেসময় থেকে নগরী হিব্রুদের হাতে থাকল, সেজন্য আমিও আমার বর্ণনা এইখানে সমাপ্ত করি। [৩৮] ঘটনা-বিন্যাস যদি রচনা ও সাজানোর দিক দিয়ে সুন্দর বলে বিবেচনাযোগ্য, তবে আমার ইচ্ছা ঠিক তা-ই ছিল; কিন্তু যদি অল্পমূল্য ও ভালও নয় মন্দও নয় বলে বিবেচনাযোগ্য, তবে আমি কেবল তা-ই করতে পারলাম। [৩৯] কেবল আঙুররস পান করা, কিংবা কেবল জল পান করাও যেমন ক্ষতিকর, আর অপরদিকে জলের সঙ্গে মেশানো আঙুররস যেমন মনোরম ও মনে তৃপ্তিকর পরিতোষ আনে, তেমনি, যারা পুস্তক পাঠ করে, ঘটনাগুলি সুবিন্যস্ত করার কৌশল তাদের কানে মধুর লাগে। এইখানে সমাপ্তি হোক।